জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

হাওড়ায় মুখ্যমন্ত্রী

আজ, বুধবার হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে একাধিক সরকারি পরিষেবা প্রদান ও বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝড়ের সতর্কতা

বাংলাদেশের উপর তৈরি হয়েছে সাইক্লোনিক সতর্কতা। সঙ্গে রয়েছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা, তবে শীতের দেখা মিলবে না

হাম বিধায়কের বিদ্রোহ, আস্থা ভোটের আগে বিপাকে নীতীশ

মধ্যপ্রদেশ বাজি কারখানায় মৃতদের প্রতি শোকবার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

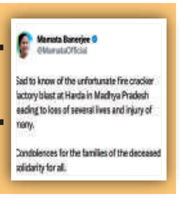

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৬৭ ● ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ● ২৩ মাঘ ১৪৩০ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 267 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 7 FEBRUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

■ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ-কর্মসূচিতে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডাঃ শশী পাঁজা, কৃষ্ণা চক্রবর্তী-সহ অন্যরা।

ধর্ষকদের সঙ্গে নিয়ে ঘোরে বিজেপি

দেশের সেরা বাংলা

ধরনায় আজ আইএনটিটিইউসি কর্মচারী ফেডারেশন

■ রেড রোডে ধরনায় মহিলাদের গর্জন। ছবি— শুভেন্দু চৌধুরী

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রেড রোডে তৃণমূলের ধরনা কর্মসূচির পঞ্চম দিনে জয়জয়কার হল নারীশক্তির। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মঙ্গলবার ধরনামঞ্চে বকেয়া আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজার তত্ত্বাবধানে এদিন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন রাজ্য থেকে জেলার মহিলা নেতৃত্বরা। ধরনামঞ্চ থেকে রাজ্যের মহিলাদের উদ্দেশে দেওয়া হল ভরসার বার্তা। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আছেন ততদিন রাজ্যে কোনও মহিলাকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে না। রাজ্যের নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা ও নারীসুরক্ষায় দেশের সেরা বাংলা। এ-কথা আমরা বলছি না। (এরপর ৬ পাতায়)

এক দেশ এক ভোট মানছে না তৃণমূল

প্রতিবেদন : এক দেশ এক ভোট মানবে না তৃণমূল কংগ্রেস। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার একথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তৃণমূল সংসদরা। এদিন দিল্লিতে যোধপুর অফিসার হোস্টেলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে গঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সাথে বৈঠকে তৃণমূলের দুই সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এক দেশ এক নির্বাচন পদ্ধতিকে সমর্থন করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এর মাধ্যমে খুব সুচারুভাবে দেশকে রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে মোদি সরকার। এক দেশ এক নির্বাচনের ধারণা দেশের সংবিধানের পরিপন্থী, আর সেই কারণেই তৃণমূল কংগ্রেস বৈঠকে উপস্থিত হয়ে আপত্তি জানিয়েছে এই পদ্ধতির।

মঙ্গলবার প্রায় এক ঘণ্টার এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভারতবর্ষের মতো এত বড় দেশে যেখানে ২৯টা রাজ্য, ৮ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, ১৪০ কোটির উপরে মানুষ। সেখানে এই সমস্ত করার আগে সবথেকে যেটা জরুরি তা হল, দলত্যাগ বিরোধী আইনটাকে আরও শক্তিশালী করা হোক। (এরপর ১২ পাতায়)

২১ থেকেই ব্যাঙ্কে ১০০ দিনের টাকা

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে একশো দিনের প্রকল্পে কেন্দ্রের বঞ্চিত শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাবে রাজ্য সরকার। শ্রমিকদের মজুরির বকেয়া টাকা মেটানোর ক্ষেত্রে সব ধরনের স্বচ্ছতা মানতে হবে বলে রাজ্য সরকার সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। ওই টাকা পাঠানোর ব্যাপারে এসওপি বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি করেছে পঞ্চায়েত দফতর। সব জেলা শাসক, বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েতকে ওই এসওপি পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মেটানোর ক্ষেত্রে ষোল আনা স্বচ্ছতা রাখতে হবে। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের প্রথমে খতিয়ে দেখতে হবে, প্রকৃতপক্ষে কাদের টাকা বকেয়া রয়েছে। (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভিয়েতনাম

সুন্দর তুমি সুন্দর
মাটির পৃথিবী শস্যশ্যামলা
কমলের মত অন্তর।
পদ্মশোভা জলে টলমল
চারিদিকে জল, মন চঞ্চল।
ঢেউ নেই, নেই ব্যস্ততার ছায়া
ছোট ডিঙি আর নদীর হাওয়া
সুন্দর।
তুমি সুন্দর!
তোমার কোমল স্পর্শে
করো গো মায়াভরা মরুপ্রান্তর
নূতনেরে দাও নবস্বপ্ন
প্রাণভরা আস্বাদ
কঠোর শ্রমের নেই বিকল্প
এই হোক নবীন দান।।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা অভিষেকের

প্রতিবেদন : দিল্লি থেকে ফেরার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদের অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছিলেন অভিষেক। তারপর চোখের চিকিৎসার বিষয়টিও ছিল। মুখ্যমন্ত্রীও রেড রোডের ধরনায় ব্যস্ত ছিলেন। অভিষেক দিল্লি থেকে ফেরার পর উভয়ের মধ্যে কথা হয়।

২০০৯-এর প্রাথমিকের প্যানেল, নিয়োগপত্র দেওয়া শুরু

■ চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় কুণাল ঘোষ। ডায়মন্ড হারবার।

উঠে গেল ধরনা, চলবে আলোচনা

প্রতিবেদন : বাম জমানার জট কাটিয়ে ফের নিয়োগের দরজা খুলে দিল রাজ্য। আরও একটা উদ্যোগ সফল হল তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের। মঙ্গলবার তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মধ্যস্থতায় ভাঙল চাকরিপ্রার্থীদের অনশন। সেই পথ ধরেই ২০০৯-এর প্রাথমিকে নিয়োগের তালিকা প্রকাশ করে দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডিপিএসসি। ২০০৯ সালের চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগের দাবি নিয়ে গত পাঁচদিন ধরে অনশন করছিলেন।

মঙ্গলবার সকালেই ডায়মন্ড হারবারে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনমঞ্চে ডিপিএসসি চেয়ারম্যান অজিতকুমার নায়েককে নিয়ে পৌঁছে যান তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। (এরপর ৬ পাতায়)

■ অজিতকুমার নায়েক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদের চেয়ারম্যান।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
7 February, 2024 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০০৫ নারায়ণ সান্যাল (১৯২৪-২০০৫) এদিন প্রয়াত হন। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক। পেশায় বাস্তুকার। পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার ও বঙ্কিম পুরস্কার। সাহিত্যজগতে নারায়ণ সান্যাল তাঁর 'বকুলতলা পি এল ক্যাম্প' ও 'দণ্ডক শবরী' গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। পিডব্লুডি-তে চাকরি করাকালীন দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে তাঁর পোস্টিং হয়। অরণ্য-জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি এই দুটি উপন্যাস লেখেন যা পাঠকমহলে সমাদৃত হয়। এ ছাড়া বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সামাজিক, ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রচুর লিখেছেন। শিশু-কিশোরদের জন্যেও তার রচনা সুখপাঠ্য। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে বিশ্বাসঘাতক, ষাট একষট্টি, হে হংসবলাকা, নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা, আবার যদি ইচ্ছা করো, রূপমঞ্জরী (হটু বিদ্যালঙ্কার-এর জীবনী অবলম্বনে), অরণ্য দণ্ডক, অশ্লীলতার দায়ে, না মানুষের পাঁচালী উল্লেখযোগ্য। রহস্য গোয়েন্দা কাহিনিও লিখেছেন, তাঁর কাঁটা সিরিজ নামে খ্যাত বইগুলির মূল চরিত্র ব্যারিস্টার পি কে বাসু স্ট্যানলি গার্ডেনারের প্যারি ম্যাসন-এর আদলে তৈরি। তাঁর রচিত কাহিনি নাগচম্পা (যদি জানতেম), সত্যকাম, পাষণ্ড পণ্ডিত চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

১৯০৪ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৮০) এদিন কলকাতার বেহালায় জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রশিল্পী। এক চোখে ছিল ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি আর অন্য চোখে কিছুই দেখতে পেতেন না। শেষ জীবনে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তিনি 'শিল্পসর্বস্বতাবাদী' বা 'আঙ্গিকীকরণবাদী' ছিলেন না। শিল্পের বিষয় হিসেবে গুরু অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের মতো ধর্মীয় এবং পৌরাণিক ক্ষেত্রকে বেছে না নিয়ে তিনি চোখ রেখেছিলেন তাঁর চারপাশের দৃশ্যমান প্রকৃতি, প্রান্তর, প্রাণী, মানুষ আর বিপুল প্রজ্ঞার জগতের উপরে। কারণ, তাঁর আসল গুরু যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ! বিশ্বভারতী তাঁকে তাদের সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' ও ভারত সরকার 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

১৯৭৪ ইউ কে বা সংযুক্ত রাজ্যের কবল থেকে স্বাধীন হল গ্রেনাডা। তিনশো বছর পরাধীনতার অবসান হল এদিন। ১৯৫০-এর দশক সেদেশে মুক্তি আন্দোলন গতি লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর সেদেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন এরিক গেইরি।

১৯৪০ ওয়াল্ট ডিজনির দ্বিতীয় পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি 'পিনোচিও' মুক্তি পেল নিউ ইয়র্কে।

২০১১ উৎপলেন্দু চৌধুরী (১৯৪৯-২০১১) এদিন ৬১ বছর বয়সে সল্টলেকে নিজের বাসভবনে পরলোক গমন করেন। লোকসংগীত শিল্পী। বাবা নির্মলেন্দু চৌধুরী ছিলেন বাংলা লোকসংগীতের পথিকৃৎ। বাবার ধারা তিনি বহন করেছেন আমৃত্যু।

১৮১২ চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০) জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হল ডেভিড কপারফিলড, আ টেল অব টু সিটিজ, অলিভার টুইস্ট, দি ওল্ড কিউরিয়াসিটি শপ ইত্যাদি।

১৯৮৬ হাইতির প্রেসিডেন্ট জ্য ক্লদ দুভালিয়ার দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশ ছাড়েন। তিনি ফ্রান্সে পালান। তাঁকে পালাতে সাহায্য করেছিল আমেরিকা।

পার্টির কর্মসূচি

'অভিষেকের দূত' হিসেবে হাওড়ার ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে গোলাপ, পেন ও জলের বোতল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। উপস্থিত ছিলেন শিবপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা, ৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূলের সভাপতি পিনাকী গড়াই, শিবপুর কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সৌম্য ঘোষ, ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুব তৃণমূলের সভাপতি সন্দীপ রায়-সহ দলের আরও অনেকে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯২৬

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. চেষ্টায় পাওয়া ৪. মৌচাক ৬. সমবয়সি বন্ধু, সখা ৭. হট্টগোল, গোলমাল ৯. শহরের ১২. পরিমাপের মাত্রা ১৩. সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি ১৪. গ্রাস করা।

উপর-নিচ : ১. সময়ের অভাব ২. প্রণম্য ৩. আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি ৫. খাতির, মর্যাদা ৮. ভোট ১০. হস্তীপালক, মাহুত ১১. ফলবিশেষ ১২. অনন্যমনা, একনিষ্ঠ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯২৫ : পাশাপাশি : ২. সমালোচনা ৫. তরজমা ৬. চাতক ৭. পারাবার ৯. আলগোছ ১২. রক্তপ ১৩. কালসাপ ১৪. কথাসাহিত্য। **উপর-নিচ :** ১. শতরূপা ২. সমাচার ৩. লোটাকম্বল ৪. নাসিক্য ৮. বাজার বসা ৯. আপজাত্য ১০. ছত্রপতি ১১. অলক।

৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩০৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩৩৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭০৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭০৬৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.২৫	৮২.৮২
ইউরো	৯১.১৭	৮৯.২৬
পাউন্ড	১০৫.৭৪	১০৫.০৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রোনাল্ডিনহো

■ মনামী

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে শিয়ালদহগামী ক্যানিং লোকালে আক্রান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘুঁটিয়ারি শরিফের এক স্কুলের পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ। আক্রান্তকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে

আমারশহর
7 February, 2024 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

বঞ্চনা নিয়ে বিধানসভায় সরব হলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

শিক্ষাখাতেও মিলছে না কেন্দ্রীয় বরাদ্দ

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ধর্নায় বসেছে তৃণমূল। তার মধ্যেই মঙ্গলবার বিধানসভায় শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে সরব হলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আসলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় একগুচ্ছ উন্নয়ন থমকে গিয়েছে। তার প্রধান কারণ অর্থের বরাদ্দ। যা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মিলছে না। পরিসংখ্যান অনুসারে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যের প্রস্তাবিত আর্থিক দাবি ছিল ১৪৪৫.৭৯৮৫ কোটি টাকা। কিন্তু কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা তার ধারেকাছেও পৌঁছয়নি। মাত্র ৩১১.২৯৪ কোটি টাকা মিলেছে। অতএব টাকা না পেলে প্রকল্প এগোবে কী করে! তাই কেন্দ্রের কাছে বকেয়া ১৪৩৪.৫০৪৫ প্রাপ্য পাওয়ার অপেক্ষায় রাজ্য। শুধু তাই নয় বিগত পাঁচ বছরেও বিভিন্ন খাতে প্রস্তাবিত অর্থ মেলেনি। সেখানেও ২৬৭.৬২ কোটি টাকার ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

এদিন বিধানসভায় ব্রাত্য বসু বলেন, সর্বশিক্ষা মিশন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। কেন্দ্রকে কটাক্ষ

করে তিনি বলেন, রাজ্যের সঙ্গে বৈষম্য করা হচ্ছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়ার মতো বিষয় এখানেও হচ্ছে। হয় তো ওরা ২০০ পার হবার অপেক্ষায় রয়েছে। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা ১৭৫৪.৭৯ কোটি টাকা। কেন্দ্র আপাতত দিয়েছে ৩১১.২৯৪ কোটি টাকা। একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার মতো প্রকল্পে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার রাজ্য। এবার শিক্ষা ক্ষেত্রেও রাজ্যকে বঞ্চিত করার পথে হাঁটছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। সর্বশিক্ষা মিশন খাতেও রাজ্যের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

এদিকে, কিছুদিন আগেই কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী বাজেটেও শিক্ষার বরাদ্দ না বাড়ায় সুর চড়িয়েছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষাখাতে বেশ কিছু বছর ধরেই বরাদ্দ কমিয়েছে বিজেপি সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের পেশ করা বাজেটেও শিক্ষা নিয়ে কোনও দিশা দেখা যায়নি। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের অধীনে চলে সর্বশিক্ষা মিশন। এই প্রকল্পের অধীনে স্কুলের নতুন ক্লাসরুম তৈরি, নতুন ভবন তৈরি, মডেল স্কুল তৈরি, শহর স্কুল শিক্ষার একাধিক ক্ষেত্রে কাজকর্ম পরিচালিত হয়। সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্পে কেন্দ্রের অংশীদারিত্ব ৬০ শতাংশ, রাজ্যের অংশীদারিত্ব ৪০ শতাংশ।

এজির কাছে ক্ষমা চাইলেন বিচারপতি

প্রতিবেদন : হাইকোর্টের সাম্প্রতিক অতীতে সম্ভবত প্রথম। বিলম্বিত বোধোদয়। বিচারপতি ক্ষমা চাইলেন অ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছে। বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে ক্রমাগত নিন্দা-সমালোচনায় এবার 'বিলম্বিত বোধোদয়' বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বন্ধু ক্ষমা করে দিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে দেখে এমনই বললেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। পাল্টা সৌজন্য দেখিয়েছেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি মামলায় কিশোর দত্ত সম্পর্কে আপত্তিকর ও অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। যা নিয়ে আদালতে ও বাইরে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোরের কাছে ক্ষমা চাইলেন বিচারপতি। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর এজলাসে কিশোর দত্তকে ডেকে বিচারপতি বলেন, কয়েক দিন আগে আমি আপনাকে অনেক কিছু বলেছি। আমি আপনাকে বহু বছর ধরে চিনি। প্রায় ৩৭ বছর হবে আমাদের পরিচয়। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমি খুবই দুঃখিত। কিশোর আমার অনেক উপকার করেছে। বন্ধুত্ব না থাকলে আমি মরেই যেতাম!

প্রাথমিকে নিয়োগ জটের অবসান

জেলায় জেলায় শুরু কাউন্সেলিং

সংবাদদাতা, বারাসত : দফায় দফায় আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উদ্যোগে প্রাথমিকে নিয়োগ জট কেটেছে। এবার পর্ষদের প্রকাশ করা তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায় জেলায় শুরু হল কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া। আজ বুধবার পর্যন্ত চলবে এই কাউন্সেলিং। রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ডিপিএসসিতেও শুরু হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের কাগজ ভেরিফিকেশন ও কাউন্সেলিং পর্ব। বালুরঘাটে ডিপিএসসি অফিসে এই কাউন্সেলিং পর্ব শুরু হয়। কাগজ ভেরিফিকেশন ও কাউন্সেলিংয়ের জন্য যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য ডিপিএসসি চত্বরে বিশাল

পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যারা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিংয়ে ডাক পেয়েছে তারা ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষার আবেদন করেছিল। সেই আবেদনের চার বছর পর অর্থাৎ ২০২১ টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবং ২০২২ সালে পরীক্ষার ফলাফল বের হয়। এরপর ২০২৩ সালে ইন্টারভিউ হয়। এদিকে এই নিয়োগ নিয়ে আদালতে মামলা হয়। দীর্ঘ আইনি লড়াই লড়ার পর অবশেষে ২০২৪ সালে শীর্ষ আদালত নিয়োগের জন্য প্যানেল প্রকাশ করতে নির্দেশ দেন পর্ষদকে। সেই প্যানেল প্রকাশের পর অবশেষে শুরু হল নিয়োগ প্রক্রিয়া। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগে, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও পর্ষদ সভাপতি গৌতম পালের সহযোগিতার আইনি জটিলতা কাটিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

আজ হাওড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা, হাওড়া : বুধবার হাওড়ায় একাধিক সরকারি পরিষেবা প্রদান ও বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাঁতরাগাছি বাস স্ট্যান্ডে এক প্রশাসনিক সভা থেকে ওই পরিষেবা প্রদান ও প্রকল্পের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে আমতা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন, বেলুড়ের জগন্নাথ ঘাট থেকে কাশীপুর ঘাট পর্যন্ত ফেরি চলাচলের কাজের উদ্বোধন-সহ একাধিক প্রকল্প। এরই সঙ্গে হাওড়ার একাধিক উপভোক্তার হাতে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবাও তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল এদিন ঘুরে দেখেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী ও জেলাশাসক পি দীপাপপ্রিয়া-সহ প্রশাসনিক কর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভাকে ঘিরে সাঁতরাগাছি ও আশপাশের এলাকা কড়া নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

ইডিকে ভর্ৎসনা বিচারপতির

প্রতিবেদন : আবার হাইকোর্টের ভর্ৎসনার মুখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। নিয়োগ মামলাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বিচারপতি

রীতিমতো তিরস্কার করলেন ইডির প্রতিনিধিকে। বিচারপতির উষ্মাপ্রকাশ তদন্তের মন্থর গতি নিয়ে। মাসের পর মাস ধরে চলছে নিয়োগ মামলা। তদন্তের গতি নিয়ে এর আগেও বারবার বিভিন্ন এজলাসে ভর্ৎসনা মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই-কে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও। প্রাথমিকে নিয়োগ মামলায় মঙ্গলবার হলফনামা জমা দিয়েছে সিবিআই।

ব্ল্যাকমেল, ধৃত স্কুল শিক্ষিকা

প্রতিবেদন : নিজের প্রেমিকের সঙ্গে বান্ধবীর অন্তরঙ্গ ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে গ্রেফতার এক স্কুল শিক্ষিকাসহ মোট ২ জন। ধৃত স্কুল শিক্ষিকার প্রেমিক কলকাতা মেট্রোতে কর্মরত। এই ঘটনায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ফোন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পঞ্চসায়র থানা এলাকার বাসিন্দা একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা সুদীপ্তা মিত্র। প্রেমিকের সঙ্গে বান্ধবীর অন্তরঙ্গ ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল করে ২০ লক্ষ টাকা আদায়ের অভিযোগও উঠেছে।

উচ্চশিক্ষায় ক্রমেই আগ্রহ বাড়ছে কয়েদিদের

বিধানসভায় পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন কারামন্ত্রী

প্রতিবেদন : জেলবন্দি আবাসিকদের মধ্যে পড়াশোনা এবং সংশোধনাগার থেকে মুক্তির পর নিজেদের জীবিকা নির্বাহ নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে। একইসঙ্গে উচ্চশিক্ষাতেও আগ্রহ বাড়ছে রাজ্যের সংশোধনাগারের কয়েদিদের। মঙ্গলবার বিধানসভায় পরিসংখ্যান তুলে ধরে চমকপ্রদ তথ্য দেন রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি। মন্ত্রী বলেন, অনেকেই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছেন। রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারগুলির যে আবাসিকরা পড়াশোনায় আগ্রহী, তাঁদের ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের

পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারকে আঞ্চলিক পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করা হয়েছে।

১১ জন আবাসিক স্নাতক স্তরে ভর্তি হয়েছিলেন। এদের মধ্যে দুজন ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়েছে। বাকিদের এখনও ফল প্রকাশ হয়নি। ২ জন আবাসিক স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। এরা দু'জনেই পাশ করেছেন। এ ছাড়াও সার্টিফিকেট কোর্সে ৪৪ জন আবাসিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন পরীক্ষার্থী ইতিমধ্যেই পাশ করে গিয়েছেন। বাকি ৩০ জন হয় ইতিমধ্যেই সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন তাঁদের রেজাল্ট এখনও প্রকাশ হয়নি। আবাসিকদের কম্পিউটার শিক্ষার দিকেও আগ্রহ চোখে পড়ছে বলে কারামন্ত্রী জানিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সংবিধান-বিরোধী

এক দেশ এক ভোট। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নতুন ইস্যু। ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের নতুন পন্থা। দেশকে রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। ভারতীয় সংবিধানের মূল আধার— যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যে মূল বিষয়টি তাকেই সমূলে উৎপাটিত করতে চাইছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ডাকে মঙ্গলবারের এই বৈঠকে দলের তরফে ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে দলের অবস্থান স্পষ্টভাবে জানাতে তাঁরা কসুর করেননি। কী বলেছেন তাঁরা? তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, প্রায় ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারত। ২৯টি রাজ্য, ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে আগে যা দরকার তা হল, দলত্যাগ বিরোধী আইনটিকে আরও শক্তিশালী করা। কারণ, ১৯৫২ সালে দেশে প্রথম নির্বাচনের সময় এত দল ছিল না, ছিল না দল ভাঙানোর সুযোগ। কিন্তু, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর এখন খুব সহজেই দল ভাঙিয়ে সরকারের পতন ঘটানো যায়। তাই এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে বিপন্ন না হয়, সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। তা না করে বিজেপি সরকার ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে দেশকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। যা পরবর্তীকালে একনায়কতন্ত্রের জন্ম দেবে। ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক দেশ এক ভোটের বিরোধিতা করে রামনাথ কোবিন্দকে চিঠি দিয়েছেন। তাতে ছিল ছ'দফা আপত্তি। তৃণমূল নেত্রীর স্পষ্ট কথা, এই নীতি লাগু হলে ভারতের ঐতিহ্যশালী সংবিধানকে অস্বীকার করা হবে। ভেঙে যাবে কাঠামো। তাই এখনই বাতিল করা হোক এই সিদ্ধান্ত।

বঞ্চনা ঢাকতে কুৎসাকে হাতিয়ার মোদির

ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, সংক্ষেপে 'ক্যাগ' একটি স্বশাসিত কেন্দ্রীয় সংস্থা। মূলত কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত সরকারের হিসাবনিকাশ রাখার কাজ করে 'ক্যাগ'। এককথায় অডিট করে। নিয়মমতো প্রতিবছর সরকারগুলির অডিট রিপোর্ট পেশ করার কথা ক্যাগের। এই রিপোর্ট লোকসভা ও বিধানসভার নির্দিষ্ট কমিটির কাছেও আসে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থার সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টের কথা জানিয়ে বিজেপি অভিযোগ করেছে, ২০১৮-'২১ সালের মধ্যে মমতা সরকারের তিনটি দফতর ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা খরচের শংসাপত্র দেয়নি। এই টাকা নাকি নয়ছয় করেছে রাজ্য সরকার। বিজেপির এই অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও কুৎসামূলক। রাজ্য সরকারের দাবি, প্রথমত ক্যাগের এই রিপোর্ট ২০০২-'৩ থেকে ২০২০-'২১ পর্যন্ত কুড়ি বছরের যোগফল। এর মধ্যে প্রথম আটটি বছর ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট সরকার। অথচ তাদের খরচের শংসাপত্র না দেওয়ার দায় মমতা সরকারের উপর চাপিয়েছেন বিজেপি নেতারা। দ্বিতীয়ত, মমতার আমলে প্রতিটি কেন্দ্রীয় বরাদ্দ খরচের শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়েই। প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে জোরের সঙ্গে সেই দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, চাইলে প্রধানমন্ত্রীর দফতরেও তিনি প্রতিটি টাকা খরচের শংসাপত্র বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি পাঠিয়ে দিতে পারেন। তৃতীয়ত, যেখানে প্রতিবছর ক্যাগের রিপোর্ট পেশ হওয়ার কথা, সেখানে কুড়ি বছর আগের রিপোর্ট এখন প্রকাশ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, মা-মাটি-মানুষের সরকারকে হেয় করা। কেন্দ্রীয় বরাদ্দের প্রতিটি কিস্তির টাকা খরচের শংসাপত্র পাওয়া গেলে তবেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে পরের কিস্তির টাকা পাঠায় কেন্দ্র। বিজেপির অভিযোগমতো এক্ষেত্রে শংসাপত্র না পেয়েই কী করে পরের পর কিস্তির টাকা পেয়ে গেল রাজ্য সরকার? উত্তর দিতে পারবেন কাঁথির গদ্দার কুলের লোডশেডিং ঢ্যাঁড়শ? আসলে, বিজেপি নেতাদেরই কেউ এই রিপোর্ট তৈরি করেছেন। এসব আসলে মিথ্যাচার। বিজেপি নেতারা সত্যি বলছেন ধরে নিলেও সাধারণভাবেই প্রশ্ন জাগে, মাত্র তিন বছরে (২০১৮-২০২১) কী করে মাত্র তিনটি দপ্তর প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পেতে পারে? বাস্তব পরিস্থিতিটা হল, এ রাজ্যে দুই অঙ্কের আসন জেতার মতো অবস্থাতেও নেই গেরুয়া শিবির। কিন্তু খেলার মাঠে অভিজ্ঞ কোচেরা দলের হাল খারাপ জেনেও 'ভোকাল টনিক' দিয়ে প্লেয়ারদের মাঠে নামান। বাংলায় বিজেপির অবস্থা খারাপ জেনেও দলকে চাঙ্গা রাখতে তেমনই ৩৫টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন 'শুক্রাচার্য' অমিত শাহ।

— **সুদর্শন নন্দী, চন্দননগর, হুগলি**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

সর্বগ্রাসী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে চলবে

নরেন্দ্র মোদি ভারতে এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির আমদানি করেছেন। সাংবিধানিক শাসনের বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠের 'মহামানব' চর্চা ও কর্তৃত্ববাদী শাসন কায়েমের চেষ্টা চলছে পুরোদমে। লিখছেন

ড. প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

একদা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেছিলেন, 'Democracy is not a way of governing, whether by majority or otherwise, but primarily a way of determining, who shall govern and broadly to what ends.' এক্ষেত্রে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসনের মূল লক্ষ্য সাংবিধানিকতা প্রতিষ্ঠা; আর তা সম্ভব মানুষের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু আজকের ভারতে আইন অনুযায়ী সাংবিধানিক শাসনের বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠের 'মহামানব' চর্চা ও কর্তৃত্ববাদী শাসন চলছে। যার অন্যতম উদাহরণ, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর শাসকের নিয়ন্ত্রণ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের ব্যবস্থার বদলে কেন্দ্রীকৃত শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে রাজ্যপাল প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিকরণ প্রণিধানযোগ্য।

সুপ্রিম কোর্ট ২০২৩ সালের মার্চ মাসে উদ্ধব ঠাকরে সরকারের (মহারাষ্ট্র) আস্থা ভোট সংক্রান্ত মামলার রায় প্রসঙ্গে বলে, সরকার ফেলে দেওয়ার জন্য রাজ্যপালগণ রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে উঠছেন। এ কথা পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ড, কংগ্রেস আমলের ছত্তিশগড়, এমনকী দিল্লি বা পণ্ডিচেরির মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হল অবিজেপি তথা বিজেপি-বিরোধী সরকার।

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাজে প্রতিনিয়ত বাধা দান, প্রয়োজনের বাইরে সাংবিধানিক নিয়ম রীতি-নীতি বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে অযৌক্তিক মন্তব্য, দিনের পর দিন আবশ্যিক বিল সই না করে আটকে রাখা (যা সংবিধানের ২০০ নম্বর ধারার বিরোধী), শিক্ষা ব্যবস্থায় অনৈতিক হস্তক্ষেপ (যেমন রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ) প্রভৃতি উপায়ে রাজ্যপাল বিজেপি-বিরোধী রাজ্যসরকারগুলিকে জনকল্যাণমূলক শাসন চালাতে বাধা দিচ্ছেন। যার প্রমাণ নানান সময়ে উচ্চ আদালতের রায় বা পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যপাল মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠপুতুল হিসেবে বিজেপি দলের রাজনৈতিক সুবিধা করার জন্যই কাজ করে চলেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতি-সক্রিয় আবার কোথাও নিষ্ক্রিয় থেকে রাজ্যপাল এ-কাজ করে চলেছেন।

উল্লেখ্য, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের শাসনব্যবস্থায় যে ক্যাবিনেটভিত্তিক সরকার কাজ করে সেখানে রাজ্যপাল তাঁর ব্যক্তিচিন্তার বদলে সাংবিধানিক ভূমিকা ও নিয়ম পালন করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিজেপি-বিরোধী রাজ্যগুলিতে প্রতিনিয়ত রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদের ঊর্ধ্বে উঠে ব্রিটিশ কালের গভর্নর জেনারেলের মতো আচরণ করছেন। ঠিক যেমনটি ১৯৮৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে এন টি রামারাও সরকারের সরকারকে ফেলে দেওয়া বা ২০১১ সালে কর্নাটকে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির মাধ্যমে ঘটেছিল।

সাংবিধানিকতা রক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপের প্রয়াস মোদি জামানার অবদমনের আর এক ধরন। জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধীর উপর এহেন অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু কলেজিয়াম ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবির মাধ্যমে বিচার বিভাগকে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে আনার কৌশল হচ্ছে। যখন কোনও প্রধান বিচারপতি তাঁর কাজের সময়সীমার ঠিক পরেই কেরলের রাজ্যপাল হন বা রাজ্যসভার সদস্য হন, তখন শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণের পথকে আরও প্রশস্ত করে; যা গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ তথা এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগের পৃথকীকরণ নীতির বিরোধী এবং অবশ্যই কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তুত করে। আবার যখন প্রধান বিচারপতি লোধা বিচারপতি হিসেবে গোপাল সুব্রামনিয়ামের নাম প্রস্তাব করেন তখন মোদি সরকার তার বিরোধিতা করে ও সুব্রামনিয়াম বিচারক পদপ্রার্থী হিসেবে নিজের নাম প্রত্যাহারে বাধ্য হন।

আমরা দেখেছি কীভাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন। যা ভারতের ইতিহাসে বিরল। তাতেও মোদির নিয়ন্ত্রণমূলক মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। কখনও প্রয়াত অরুণ জেটলি কখনও কিরেন রিটজু আইনের অছিলায় বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের পথ প্রশস্ত করেছেন। মোদি-শাসনের শুরুতেই তার উদাহরণ রয়েছে। ৯৯তম সংবিধান সংশোধন করে 'ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে মোদি সরকার প্রশাসনের মাধ্যমে বিচারবিভাগকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে ৪ : ১ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ উক্ত আইনকে বাতিল করে কলেজিয়াম ব্যবস্থা বজায় রাখে। কিন্তু তারপরেও কিরেন রিটজু ২০২২-'২৩ সালে টানা

কলেজিয়াম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নেতিবাচক মন্তব্য করে বিচারকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। বস্তুত মোদি জমানায় বিচার বিভাগীয় স্বতন্ত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ঠিক একইভাবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনাকে যা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি, হস্তক্ষেপ করতে 'নির্বাচন কমিশনার আইন' বদল করতে প্রয়াসী মোদি। ২০২৩ সালের অগাস্ট মাসে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত বিল রাজ্যসভায় পাশ হয়। যেখানে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে প্রধান বিচারপতির বদলে রাজনৈতিক প্রতিনিধি রাখা হয়। কিন্তু পূর্বেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে যে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা ও প্রধান বিচারপতির টিম কাজ করবে। কিন্তু মোদি সরকারের উক্ত বিল পাশের উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের উপর হস্তক্ষেপ ও তাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার উদ্যোগ।

একইভাবে মানবাধিকার কমিশন, শিশু কমিশন, মহিলা কমিশন কিংবা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী (তথাকথিত স্বতন্ত্র) সংস্থাগুলির উপর মোদি সরকার ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে। যার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বিরোধী রাজ্যগুলিতে ও বিরোধী নেতাদের আক্রমণ ও বদনাম করা। এ-সবই গণতন্ত্রের বিরোধী। যেখানে খণ্ডিত জনসম্মতিকে ব্যবহার করে এক অতিমানবের মিথ্যাচেতনা জনসমাজে ছড়িয়ে, কেন্দ্রীয় সংস্থার অপব্যবহার করে অবদমন চালানো হয়। যা শুধুই মোদির সর্বগ্রাসী আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। কিন্তু মোদি নিশ্চয়ই ভোলেননি, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাংলা যেমন পথ দেখিয়েছিল, তেমনই তার একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বাংলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পথ দেখাবে।

সরস্বতী প্রতিমার সঙ্গে এক শিশু-সরস্বতী, কুমোরটুলিতে মঙ্গলবার

ক্যাগ নিয়ে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা বিজেপির : চন্দ্রিমা

গেরুয়া চক্রান্ত ফাঁস করলেন শশী

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইডির হানার নেপথ্যে আসলে কে কলকাঠি নেড়েছে তা স্পষ্ট করে দিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। বুঝিয়ে দিলেন, চক্রান্তটা আসলে গদ্দারেরই। রেড রোডের ধরনামঞ্চের পাশে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীর মন্তব্য, বোঝাই যাচ্ছে কার নির্দেশে এই হানা হয়েছে। ক্রনোলজিটা বুঝতে হবে, বিরোধী দলনেতা সোমবার দিল্লিতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। তারপর মঙ্গলবার সকাল থেকেই আবার বাড়ি-বাড়ি ইডি পৌঁছে যাচ্ছে। বিজেপি আবার প্রমাণ করল, ইডি-সিবিআইয়ের অতিসক্রিয়তার পিছনে রাজনৈতিক নির্দেশ রয়েছে। বিরোধী দলনেতাই কলকাঠি নেড়ে এসেছে দিল্লি গিয়ে। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া নিয়েও কেন্দ্রকে তোপ দেগেছেন শশী পাঁজা। তাঁর কথায়, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার হওয়া সত্ত্বেও লক্ষাধিক ভুয়ো জবকার্ড বেরিয়েছে। ওখানে কিন্তু টাকা বন্ধ হয়নি। কিন্তু ২০২১-এ সংসদে আমাদের সাংসদের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সেই সময় বাংলায় এই সংখ্যাটা ছিল মাত্র ৫,৬০০। অথচ বাংলার টাকা বন্ধ করে দেওয়া হল। ডাঃ পাঁজার কথায়, জব কার্ড ভেরিফিকেশনে বাংলা দারুণ কাজ করেছে। ২১ লক্ষ বঞ্চিত মানুষকে তাঁদের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ দিদিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। বিজেপি এসব শুনেই পাগল হয়ে গিয়েছে। তাই নজর ঘোরাতে ফোনেই অভিযান, শুধু-শুধু বাংলার মানুষকে হেনস্থা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও ডাঃ শশী পাঁজা।

এদিকে, রাজ্যের আরেক মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ক্যাগ নিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিধানসভায় ক্যাগ নিয়ে আলোচনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চক্রান্ত, এসব বিজেপির বুজরুকি, বিধানসভায় নাটক। কিন্তু এসব বলে বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না।

রাজ্যকে কালিমালিপ্ত করতে গিয়ে ফের ভুল ঠিকানায় পৌঁছল ইডি

প্রতিবেদন : ফের ইডির হানা ভুল ঠিকানায়। রাজ্যকে হেনস্থা করতে এতটাই তৎপর ইডি যে, একের পর এক ভুল করে চলেছেন ইডি আধিকারিকরা। মঙ্গলবার সেই ভুলের জন্য ইডির অভিযানকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ আছড়ে পড়ল চুঁচুড়ায়। এই ঘটনায় সন্দীপ সাধুখাঁর পরিবারের সম্মানহানি হয়েছে বলে অভিযোগ। সাধুখাঁ পরিবার তাই আদালত ও আইনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছে ইডির বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার সাড়ে আটটা নাগাদ ইডি-র ১০ জনের প্রতিনিধি দল চুঁচুড়া স্টেশন সংলগ্ন ময়দাডাঙ্গার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সন্দীপ সাধুখাঁর বাড়িতে হানা দেয়। রীতিমতো সরগরম হয়ে ওঠে এলাকা। পরিবার সূত্রে অভিযোগ, সম্পূর্ণ ভুল ঠিকানায় তারা আমাদের বাড়িতে হানা দিয়েছে। তারপর ইডি আধিকারিকরা ভুল বুঝতে পেরে এলাকা ছাড়ে। আমাদের পরিবারের লোক সমাজে সুনাম রয়েছে। ইডির হানায় পরিবারের সম্মানহানি হয় এদিন। তাই কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি-র বিরুদ্ধে আমরা আইন ও আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছি। এই বিষয়ে পরিবারের সদস্য শুভদীপ সাধুখাঁ বলেন, ইডি আধিকারিকরা সঠিক নাম ও ঠিকানা না দেখেই আমাদের বাড়িতে চলে আসে সকালবেলায়। ইডি আধিকারিকদের কাছে ওয়ারেন্ট কপি দেখতে চাইলেও, তারা সেটা দেখাতে চায়নি প্রথমে। তাঁদের জানানো হয়, তাঁরা যে ব্যক্তির খোঁজ করছে এই বাড়ির কারও সঙ্গে সেই নামের মিল নেই। পরে তাঁরাও স্বীকার করেন যে, তাঁরা ভুল ঠিকানায় চলে এসেছেন। কিন্তু একটা কেন্দ্রীয় এজেন্সি কী করে এভাবে ভুল করতে পারে? একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে তা বিড়ম্বনার। সমাজের কাছে একটা খারাপ বার্তা যায়। এভাবে সাধারণ কোনও পরিবারকে হেনস্থা করার মানে হয় না। আমরা তাই আইন ও আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছি। এদিন সল্টলেক, হুগলি-সহ বাংলার বেশ কয়েকটি জায়গায় ইডির অভিযান চলে।

ব্যর্থ হল বিধানসভাকে অপবিত্র করার চেষ্টা

প্রতিবেদন : বিধানসভার বাজেট অধিবেশন বানচাল করার অপচেষ্টা সফল হল না বিজেপির। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগের পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্টকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনেই অধিবেশন অচল করে দেওয়ার চেষ্টা দেখা গেল প্রধান বিরোধী দলের মধ্যে। পায়ের নিচে মাটি হারিয়ে তারা অপবিত্র করতে চেষ্টা করে গণতন্ত্রের পীঠস্থানকে। যদিও

বিজেপির অসভ্যতা

স্পিকারের দক্ষ পরিচালনা ও শাসক দলের বিধায়কদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুষ্ঠুভাবেই এদিনের অধিবেশন শেষ হয়। ভেস্তে যায় বিজেপির চক্রান্ত। বিরোধী দলনেতার উসকানিতেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। বিজেপির সদস্যরা শোরগোল বাধান। মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বেচারাম মান্না, অখিল গিরি, সুজিত বসু, স্বপন দেবনাথ ও চন্দ্রনাথ সিংহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভায় আলোকপাত করেন। এরপরও গোলমাল থামেনি। তখনকার মতো সভায় কাজ স্থগিত ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ। সাফ জানিয়ে দেন, ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা যাবে না।

বিধায়কের উদ্যোগে ফের চালু সরকারি বাস পরিষেবা

সংবাদদাতা, হাওড়া : বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ফের চালু হল লিলুয়া থেকে সল্টলেক করুণাময়ী পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা। আগে এই রুটে বাস চললেও দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ ছিল পরিষেবা। মূলত লিলুয়া এলাকায় রাস্তা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণেই এই বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই বাস পরিষেবা আবার চালু করতে উদ্যোগী হন বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়। এর জন্য তিনি প্রথমেই লিলুয়া এলাকার খারাপ রাস্তাগুলি সারাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দ্রুত সমস্ত রাস্তা মেরামত করা হয়। এরপর বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় লিলুয়ার ভট্টনগর থেকে করুণাময়ী পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা

পুনরায় চালু করার জন্য পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে লিখিত আবেদন জানান। সেইসঙ্গে তিনি পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই ব্যাপারে আলোচনাও করেন। এরপরই পরিবহণ দফতরের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ফের এই রুটে সরকারি বাস পরিষেবা চালু করার বিষয়ে সবুজ সংকেত দেন। বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় জানান, লিলুয়া, বেলুড়ের বহু মানুষ সল্টলেকে চাকরি করেন। কিন্তু এখান থেকে সরাসরি সল্টলেক পর্যন্ত বাস না থাকায় অনেকেই অসুবিধায় পড়তেন। আপাতত এই রুটে সারাদিনে ৪টি বাস যাওয়া-আসা করবে। এরপর ধাপে ধাপে বাসের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে।

ছাত্র-মৃত্যু তদন্তে নয়া মোড়

প্রতিবেদন : নরেন্দ্রপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের রহস্যমৃত্যুতে নয়া মোড়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। মৃত অপ্রতিম দাসের লিভারে মদের নমুনা পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, মত্ত অবস্থায় জলাশয়ে পড়ে যেতে পারেন অপ্রতিম। সেখানেই শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। জলে ডুবেই অপ্রতিমের মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত পুলিশ। তবে দুর্ঘটনাবশত তিনি পড়ে গিয়েছিলেন, না কি কেউ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মহামায়াতলার বাসিন্দা ছিলেন অপ্রতিম। তাঁর বাবা-মায়ের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল না। অপ্রতিমের বাবা তাঁদের সঙ্গে থাকতেন না। ফরতাবাদে মৃতের মামার বাড়ি। সেই বাড়ির পাশেই একটি ক্লাবে বৃহস্পতিবার রাতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন ওই ছাত্র। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, খেতে খেতেই শৌচাগারে যাওয়ার কথা বলে উঠে যান অপ্রতিম। ফোনে কোনও মেসেজ পেয়ে উঠে যান বলে দাবি। তার পর থেকেই তাঁর খোঁজ মিলছিল না।

৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সুন্দরবনে তৈরি হচ্ছে মেটাল রোড

সংবাদদাতা, বসিরহাট : ক্ষমতায় আসার পর থেকেই উন্নয়নকে পাখির চোখ করে এগিয়েছে তৃণমূল সরকার। যার প্রধান কান্ডারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁর উদ্যোগেই সুন্দরবন জুড়ে শুরু হয়েছে উন্নয়নের কাজ। বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলের উদ্যোগে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার দুলদুলি থেকে হেমনগর পর্যন্ত মেটাল রোড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৩৪ কোটি টাকা ব্যায়ে ১৩.৬ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে।

পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ সুন্দরবন। সুন্দরবনের একটা বড় অংশ রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ জুড়ে। বছরের বেশিরভাগ সময়ই পর্যটকদের আনাগোনা থাকে এইসব এলাকায়। পর্যটক ও স্থানীয় মানুষদের সুবিধার্থে সড়ক উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতই স্থানীয় বিধায়কের উদ্যোগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা এলাকায়। এতে স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় মানুষ পর্যটক সকলেই খুশি। রাস্তার

লক্ষ্য সার্বিক উন্নয়ন

উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে বলেই দাবি বিধায়কের।

পাহাড় থেকে সাগর একের পর এক পর্যটন ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজানোর জন্য কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাস্তা ঘাটের সংস্কার, যানচলাচলের ব্যবস্থা, হোমস্টে তৈরি করে পর্যটকদের ভ্রমণের পথকে সুগম করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মন্ডল জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মাঝেমধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে পিচের রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই ছোট ছোট ব্লক বসিয়ে মেটাল রাস্তা বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাতে অতি বর্ষাতেও রাস্তার কোনও ক্ষতি না হয়। এ ছাড়াও শ্রীধারকাঠি থেকে ডাকবাংলো পর্যন্ত প্রায় ৯ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের জন্য ১৩.৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার।

রাস্তা দুটির কাজ শেষ হলে শহর থেকে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছানো আরও সহজ ও মনোরম হয়ে যাবে। ফলে পর্যটকদের আনাগোনা বাড়াবে। পর্যটকেরা যত আসবেন ততই গ্রামীণ অর্থনীতি আরও জোরদার হবে। সেইসঙ্গে সুন্দরবনবাসীদেরও যাতায়াতের সুবিধা হবে। শহর এবং গ্রামের যোগাযোগ বাড়বে বলে আশাবাদী বিধায়ক।

রহস্যমৃত্যু অধ্যাপকের

প্রতিবেদন : রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের। মঙ্গলবার ওই অধ্যাপকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় মুর্শিদাবাদের লালগোলার বাড়ি থেকে। পরিবারের দাবি, আত্মঘাতী হয়েছেন সুমন নীহার (৩৭)। কী কারণে তিনি আত্মঘাতী হলেন তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান আত্মহত্যাই করেছেন ওই অধ্যাপক। তবে অন্য সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

রাজ্য
7 February, 2024 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চুঁচুড়া আদালতে সম্পত্তি মামলায় সাক্ষী দিলেন ১০৫ বছরের বৃদ্ধ কালীকুমার বসু

একঝলকে রেড রোডে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ধরনা

দেশে তৃতীয় বাংলা, দরাজ সার্টিফিকেট কেন্দ্রের

২১০ হাসপাতাল গুণগত মানে সেরা

প্রতিবেদন : বিরোধীদের মুখের উপরে যোগ্য জবাব। যখন এ রাজ্যে বিজেপি-সহ বিরোধীরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে মিথ্যাচার করছে, ঠিক তখনই কেন্দ্র দরাজ সার্টিফিকেট দিল বাংলাকে। কেন্দ্রের বিচারে 'উন্নত' মানের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যায় দেশে তৃতীয় স্থানে উঠে এল বাংলা।

খোদ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে এই তথ্য উঠে এসেছে। ছোট-বড় মিলিয়ে ৭-৮ হাজার থেকে ৪০-৪৫ হাজার সূচক বিচার করা হয়। ভিন

রাজ্যের পরিদর্শকরা খুঁটিয়ে দেখেন পরিষেবা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি। তারপরই দেশের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে এই 'গুণগত মান'-এর 'এনকোয়াস' (ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস) শংসাপত্র প্রদান করে কেন্দ্রীয় সরকার। '২২ সালের বাংলার মাত্র ১৩টি সরকারি হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র পেয়েছিল এই শংসাপত্র। '২৩ সালে ১৬ গুণ বেড়ে হয়েছে ২১০টি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে গুণগত মানের এনকোয়াস হাসপাতালের বিচারে দেশে শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পারে বাংলা। স্বাস্থ্যভবন সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের এই শংসাপত্র অর্জন করা কিন্তু মোটেই সহজ নয়।

ইচ্ছাশক্তিতেই প্রতিবন্ধকতা-জয়ী ৩ পরীক্ষার্থী

সংবাদদাতা, ডায়মন্ডহারবার : শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গে নিয়েই জীবনের বড় পরীক্ষায় বসল কাকদ্বীপের সঞ্চিতা গিরি, সুজয় দাস ও মুক্তা দাসেরা। তিনজনই কাকদ্বীপের অক্ষয় নগর জ্ঞানদাময়ী বিদ্যাপীঠের পড়ুয়া। এ বছর তাদের মাধ্যমিকের সিট পড়েছে অক্ষয়নগর কুমোরনারায়ণ হাইস্কুলে।

অক্ষয় নগর গ্রামের বাসিন্দা সঞ্চয়িতার উচ্চতা মেরেকেটে এক থেকে দেড় ফুট। ওজন ১৫ কিলোগ্রাম! জন্ম থেকেই অসুখে জর্জরিত। অভাবের সংসারে যথাযথ চিকিৎসাও মেলেনি। তবু অদম্য জেদে সে এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে অন্যান্য স্বাভাবিক পরীক্ষার্থীদের মতোই। সঞ্চয়িতার বাবা পেশায় দিনমজুর। দিন আনে দিন খায়। তার

মধ্যেই মেয়ের এই অদম্য ইচ্ছার জন্য বাবা সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন সঞ্চয়িতা দাদা বা মা'র কোলে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছয়। সঞ্চয়িতা চলাফেরা করতে পারে না। সঞ্চয়িতার ইচ্ছা আর পাঁচটা স্বাভাবিক ছাত্র-ছাত্রীদের মতোই পরীক্ষা দেওয়ার। সঞ্চয়িতা পড়াশোনার পাশাপাশি খুব সুন্দর ড্রইংও করে। জেলায় প্রতিবন্ধীদের অংকন প্রতিযোগিতায় সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি সে বড় চিত্রশিল্পী হতে চায়।

কাকদ্বীপের বাসিন্দা মুক্তা দাস মুখ ও বধির। মেয়ের লেখাপড়া নিয়ে সংশয় ছিল পরিবারের লোকজনের। হাল ছাড়েনি মুক্তা। পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে নিজের উদ্যোগেই। সেও এবার স্বাভাবিকের মতোই জীবনের বড় পরীক্ষা মাধ্যমিকে বসেছে। তার হাতের লেখা অত্যন্ত সুন্দর। মুক্তা অনেক ভালো ফল করবে বলে আশাবাদী শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সুজয় দাস জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ। লাঠি ধরে চলা-ফেরা করতে হয়। ছোট থেকেই স্নায়ুর সমস্যা। তিনবার অস্ত্র প্রচার হয়েছে। সুজয়ের বাবা পেশায় একজন মৎস্যজীবী। এই বিষয়ে অক্ষয় নগর জ্ঞানদাময়ী বিদ্যাপীঠের সহকারী শিক্ষক জানান, আমরা গর্বিত তাদের এই অদম্য ইচ্ছার কাছে। আমাদের বিশ্বাস, স্কুলের মান উজ্জ্বল করবে এই তিন ছাত্র-ছাত্রী।

সচেতনাই রুখবে ষড়যন্ত্র

স্কুল পরিদর্শনে পর্ষদ সভাপতি

প্রতিবেদন : মাধ্যমিক পরীক্ষায় কিউ আর কোডের টেকনোলজি ব্যবহার করার জন্যই প্রশ্ন ফাঁস রুখতে সাফল্য পেয়েছে পর্ষদ। মঙ্গলবার মালদায় স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরপর তিন দিন প্রশ্ন ফাঁসের চক্রান্ত হয়েছে মালদা জেলা থেকে। তাই এবার চতুর্থ দিনে এই জেলার বেশ কয়েকটি স্কুলে পরিদর্শন করলেন পর্ষদ সভাপতি। মঙ্গলবার ছিল মাধ্যমিকের ভূগোল পরীক্ষা। পর্ষদ সভাপতি মালদহের এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয়, অমৃতি রায়গ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ একাধিক বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করেন। কথা বলেন সেন্টার ইনচার্জ ও পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে। পর্ষদ সভাপতি বলেন, এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কিউ আর কোডের মত টেকনোলজি ব্যবহার করায় সাফল্য পেয়েছে পর্ষদ।

দেশের সেরা বাংলা

(প্রথম পাতার পর)

বলছে কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্যই। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, ধর্ষকদের মদত দেয় বিজেপি। দেশের মহিলা কুস্তিগিররা যে লোকটার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমেছিল সে এখন বিজেপির দয়ায় বহাল তবিয়তে আছে। বিজেপি তাকে খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে। এখন ভোটের সময় নারীশক্তিতে জোর দেওয়ার কথা মনে পড়েছে বিজেপির। মেয়েদের সম্মান দেয় না ওরা। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মেয়েদের রাজনৈতিক সম্মান দিয়েছেন। এদিনের ধরনামঞ্চ-সহ গোটা রেড রোড উপচে পড়েছিল রাজ্য ও জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী ও কর্মীদের ভিড়ে। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ডাঃ শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিধাননগর কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা চক্রবর্তী, যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ-সহ দলের একাধিক কাউন্সিলর ও সংগঠনের নেত্রীরা। সায়নী বলেন, বিজেপির মতে মেয়েদের কাজ একমাত্র ঘর চালানো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম প্রমাণ করেছেন, মেয়েরা চাইলে রাজ্য চালাতে পারেন। আগামীতে উনি দেশও চালাবেন। বিকেলে ধরনামঞ্চে আসেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, ফিরহাদ হাকিম, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ বক্সী, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ মজুমদার, বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দ রাউত, সুশান্ত ঘোষ, জয়া দত্ত প্রমুখ। বক্তৃতার পাশাপাশি মঞ্চে চলে নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। পঞ্চম দিনের ধরনা-শেষে নারীশক্তি প্রদর্শনে মঞ্চে রাজ্য ও জেলার মহিলা তৃণমূল নেতৃত্বরা হাতে বিশেষ চাঁদমালা ও প্রদীপ নিয়ে সমবেত সঙ্গীত পেশ করেন। বাজে শঙ্খ ও ঢাক। বুধবার ধরনামঞ্চে প্রতিবাদ কর্মসূচি দলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের।

নিয়োগপত্র দেওয়া শুরু

(প্রথম পাতার পর)

আন্দোলনের পাঁচ দিনের মাথায় ফলের রস আর জল খেয়ে অনশন ভাঙেন চাকরিপ্রার্থীরা। তারপরই ডিপিএসসি চেয়ারম্যান সাংবাদিক বৈঠক করে প্যানেল প্রকাশ করেন।

আগেই নিয়োগ হয়েছিল ১৫০৬ জনের। এবার বাকি ৩২৮ জন ছাড়াও অতিরিক্ত ৫০ জনের তালিকা প্রকাশিত হল। এদিন থেকেই নিয়োগপত্র পেতে শুরু করেছেন প্রার্থীরা।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সোমবারই নিয়োগ সংক্রান্ত সুখবর দিয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীদের। তিনি জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগে আলোচনার মাধ্যমে নিয়োগ সংক্রান্ত জট কেটেছে। সরকারের সদিচ্ছার কোনও অভাব ছিল না। ২০২১ সালে ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পর ১৫০৬ জনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। ১৮৩৪ জনের মধ্যে এই ১৫০৬ জন চাকরি পাওয়ার পর যাঁরা বাকি ছিলেন তাঁদের কনভার্টেড প্যানেল এবং অতিরিক্ত পাঁচ শতাংশ যুক্ত করে মঙ্গলবার তালিকা প্রকাশ করা হয়। শুরু হয় নিয়োগের চিঠি পাঠানো। তৃণমূল মুখপাত্র চাকরিপ্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, একে একে নিয়োগ শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকার সচেষ্ট। আন্দোলনকারীরা যদি একটু সহযোগিতা করেন তাহলে সব জট দ্রুত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনও ধরনের সমস্যা তৈরি হয় সেগুলোকে দ্রুত সমাধানে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। যেকোনও অসুবিধায় মা-মাটি-মানুষের সরকার আন্দোলনকারীদের পাশে আছে। আন্দোলনকারীরা লিখিত জানান, আইনসম্মতভাবে ব্যবস্থা নেবেন ডিপিএসসির চেয়ারম্যান। এদিন নিয়োগের প্যানেল প্রকাশের পর মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেন আন্দোলনকারীরা।

জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে একটি হরিণ। মঙ্গলবার বিকেলে, ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুজনাই এলাকায়। বার্কিং ডিয়ারটিকে দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে

ভাল কাজে হাওড়ার ১২৫টি পঞ্চায়েতকে আর্থিক পুরস্কার দান

সংবাদদাতা, হাওড়া : গ্রামীণ স্তরে ভাল কাজ করার জন্যে হাওড়া জেলার ১২৫টি পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করছে রাজ্য সরকার। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে ৫ কোটি টাকা করে দেওয়া হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতগুলি খরচ করেছে সেটা নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। সেই মানদণ্ডের নিরিখে জেলার ১৫৭টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২৫টি পঞ্চায়েত পুরস্কৃত হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মানদণ্ডের মধ্যে ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল তৈরি, আর্থিক স্বচ্ছতা, উন্নিত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ, অডিট রিপোর্ট, কাজের পরিকল্পনা ঠিকঠাকভাবে তৈরি হয়েছে কিনা। প্রত্যেকটিতেই হাওড়ার ওই ১২৫টি পঞ্চায়েত যথাযথভাবে কাজ করেছে। সেইসঙ্গে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলি অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছে। জেলাশাসক পি দীপাপপ্রিয়া জানান, ১২৫টি পঞ্চায়েতকে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের তরফ থেকে ৫ কোটি টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। বাকি ৩২টি পঞ্চায়েত সমীক্ষার মানদণ্ডের শর্ত ঠিকঠাকভাবে কেন পূরণ করতে পারল না তাও আমরা খতিয়ে দেখছি।

সিবিএসই-র দশম ও দ্বাদশ অ্যাডমিট

প্রতিবেদন : ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে সিবিএসই-র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা শুরু হবে। তার আগে প্রকাশিত হল অ্যাডমিট কার্ড। বোর্ডের ওয়েবসাইটে অ্যাডমিট কার্ড আপলোড করা হয়েছে। তাতে ছাত্রের নাম, রোল নম্বর, পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম-ঠিকানা ও পরীক্ষা শুরুর সময় থাকবে। প্রথমে পড়ুয়াদের সিবিএসই-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে। এরপর পরীক্ষা লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্কুলকে লিঙ্ক খুঁজে ক্লিক করতে হবে। এরপর প্রিএগজাম অ্যাকটিভিটি লিঙ্ক থেকে হোমপেজে ফিরে এসে সিবিএসই অ্যাডমিট কার্ডের লিঙ্কে ক্লিক করলে নতুন পেজ খুলবে। সেখানে লগ ইন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দিলেই ডাউনলোড করা যাবে অ্যাডমিট কার্ড।

বরানগরে জয়

সংবাদদাতা, বারাসত : আস্থা তৃণমূলেই। লড়াইতে আসতেই পারল না বিরোধী শিবির। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল। বরানগর পুরসভার পুরকর্মচারী এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভের নির্বাচনে মঙ্গলবার ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া এবং প্রত্যাহারের শেষ দিন। বিরোধীরা কোনও প্রার্থী দিতে না পারায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ন'টা আসনেই তৃণমূল জয় পেল। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই জয় তৃণমূল কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন দেবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই প্রসঙ্গে বরানগর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ নারায়ণ বসু বললেন, আমরা চেয়েছিলাম আজকের দিনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে লড়াই করে জয়ী হতে। কিন্তু বিরোধীরা দাঁড়াতেই পারল না।

কথা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী, আইনি জট কাটতেই কাজ শুরু

পূর্ব বর্ধমানে ৯৮ জন পেলেন নিয়োগপত্র

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবারই বলেছেন, তিনি চাকরি দিতে সবসময় তৈরি। আদালতের নির্দেশেই তা পারছেন না। আইনি জটিলতা কাটলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চাকরিপ্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। তিনি কথা রাখলেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আইনি জটিলতা কাটা মাত্রই প্রাথমিকে নিয়োগপত্র দেওয়া শুরু হল। পূর্ব বর্ধমানে মঙ্গলবার ৯৮ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান তথা মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য। মধুসূদন ভট্টাচার্য জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে জেলায় ৭৫৯ জন চাকরিপ্রার্থীকে

চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগপত্র দিচ্ছেন মধুসূদন ভট্টাচার্য।

নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার পর্ষদের নিয়ম মেনে কাউন্সেলিংয়ের পর প্রাথমিকভাবে ৯৮ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সকল চাকরীপ্রার্থীর হাতেই ধাপে ধাপে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে। চাকরিপ্রার্থীদেরই একাংশ আইনের দ্বারস্থ হওয়ায় আইনি জটিলতা তৈরি হয়। তাই ২০১৭ সালে ফর্ম ফিলাপ থেকে শুরু করে ২০২৪— দীর্ঘ সাত বছর ধরে আইনি লড়াইয়ের পর নিয়োগপত্র পেয়ে স্বভাবতই খুশির কথা জানান চাকরিপ্রার্থীরা। একই সঙ্গে নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদও জানান চাকরিপ্রার্থীরা।

পাথর দিয়ে গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ গ্রামবাসীদের

জোরকদমে শুরু হল গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের কাজ।

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : মাটি ফেললে তা ধুয়ে চলে যায়। তাই পাথর দিয়ে জোরকদমে শুরু হল গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের কাজ। মঙ্গলবার সকালে এমনই চিত্র লক্ষ্য করা গেল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার উত্তর চাচণ্ড গ্রামে। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ করার পরেই সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তে পাথর দিয়ে শুরু হয়েছে গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের কাজ। ইতিমধ্যেই সেই কাজ ধুসরিপাড়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে। এবার শুরু হয়ে গেল সামসেরগঞ্জের উত্তর চাচণ্ড গ্রামে। পাথর দিয়ে এবং খাঁচা করে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচণ্ড গ্রামের বাসিন্দারা। উল্লেখ করা যেতে পারে, মাসকয়েক আগেই গঙ্গার ভাঙনের কবলে পড়ে সামসেরগঞ্জের উত্তর চাচণ্ড গ্রাম। ভাঙনের গর্ভে তলিয়ে যায় বেশ কিছু বাড়িঘর এবং কৃষিজমি। ২০২০ সাল থেকে বারবার ভাঙনের পরেই পাথর দিয়ে মজবুত করে গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের দাবিতে সরব হয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ নেওয়ার পরে এবং টাকা বরাদ্দের পরেই পাথর দিয়ে গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু হল সামসেরগঞ্জে।

লোকসভা ভোট কোমর বেঁধে নামছে পুণ্ডিবাড়ি

সংবাদদাতা, কোচবিহার : জেলা সভাপতি ও বিধায়ক বিজেপির। তার পরেও গ্রাম পঞ্চায়েতে গত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবারে লক্ষ্য লোকসভা ভোটেও বিপুল ভোটে তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী করানো। সেই লক্ষ্যেই বিজেপি জেলা সভাপতির বাড়ি পুণ্ডিবাড়ি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটির নেতা-কর্মীদের নিয়ে হল বৈঠক। লোকসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহার ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস অঞ্চলভিত্তিক সভা শুরু করেছে। দলের পুণ্ডিবাড়ি অঞ্চল কমিটিকে নিয়ে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপির কেন্দ্রের সরকারের বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে হবে। কোচবিহার ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সজল সরকার বলেন, বিধানসভা নির্বাচন ও গ্রামপঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা বিজেপির সঙ্গে নেই। তার ওপর কেন্দ্রের সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা ইত্যাদি আটকে রেখে বাংলাকে বঞ্চিত করছে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সেই বঞ্চনার উচিত জবাব দেবেন এলাকার মানুষ। বিজেপির জেলা সভাপতির এলাকাতেই সাধারণ মানুষ তাঁর সঙ্গে নেই। বিজেপি এখন পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন।

ভার্চুয়াল উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নতুনভাবে সেজে উঠছে শিলিগুড়ি বাস ডিপো

এই বাস ডিপোরই সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : নতুনভাবে সেজে উঠছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ি ডিপো। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে কাজের শিলান্যাস হতে চলেছে। কলকাতা থেকে এনবিএসটিসির শিলিগুড়ি ডিপোর সীমানা পাঁচিল ও ফ্লোরের কাজের শিলান্যাস করবেন মুখমন্ত্রী। মাল্লাগুড়ি ডিপোতে শেষবার কাজ হয়েছিল গৌতম দেব চেয়ারম্যান থাকাকালীন। তারপরে বহুদিন কোনও কাজ হয়নি। প্রতিদিন প্রায় দেড়শোর বেশি এনবিএসটিসির বাস ডিপোতে ঢোকে ও বের হয়। ফলে ফ্লোর অনেকটাই কমজোরি হয়ে গিয়েছে। তাই বাউন্ডারি ওয়াল ও ফ্লোর সংস্কারের উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে এই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কাজের জন্য এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, শিলিগুড়িতে এনবিএসটিসি ডিপোর বাউন্ডারি ওয়াল ও ফ্লোর সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বুধবার কলকাতা থেকে এই কাজের শিলান্যাস করবেন। দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা হবে কাজ।

বীরভূম জেলায় বোলপুরে প্রথম মৃতদেহ রাখার ফ্রিজ

সংবাদদাতা, বোলপুর : জেলায় সর্বপ্রথম মৃতদেহ রাখার জন্য একটা ফ্রিজের ব্যবস্থা করল রোটারি ক্লাব অফ বোলপুর, শান্তিনিকেতন। মঙ্গলবার রোটারি ভবনে এই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শবাধারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রোটারির ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর নিখিলেশ আগরওয়াল। বোলপুর শান্তিনিকেতনে অনেক পরিবার আছে, যাদের সন্তানেরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকেন। যেখান থেকে আসতে অনেক সময় লেগে যায় বাড়ি ফিরতে। তাই তাঁদের পরিবারের কেউ মারা গেলে সেই মৃতদেহ রাখা নিয়ে বিপাকে পড়েন অনেক। এমন হয়, মৃতদেহ রাখতে

সৌজন্যে রোটারি ক্লাব

হয়েছে তিন-চারদিন। পরিবারে পক্ষ থেকে বরফ দিয়ে দেহ রাখতে গিয়ে খুব অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে। সেই কথা চিন্তা করে এই মৃতদেহ রাখার ফ্রিজের ব্যবস্থা করল রোটারি ক্লাব অফ বোলপুর, শান্তিনিকেতন। খুব অল্প খরচে এই সুবিধে নিতে পারবেন বোলপুরের মানুষ। মাইনাস ২০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় দেহ রাখা যাবে এই ফ্রিজে। একমাত্র কলকাতায় এই ফ্রিজ আছে। ফ্রিজ ছাড়াও বেশ কিছু মানুষকে চশমা ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষকে হুইলচেয়ার দেওয়া হয়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
7 February, 2024 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

পরিষেবায় প্রথম মালদহ, দ্বিতীয় দার্জিলিং

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রীর জনসংযোগ ও সমস্যা সমাধান প্রকল্প রাজ্য জুড়ে সাড়া ফেলেছে। রাজ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে মালদহ এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দার্জিলিং। মঙ্গলবার জেলা পরিষদের তরফে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেই পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে মালদহে ৫৮৪৯টি শিবিরে মিলেছে রেকর্ড পরিষেবা। জেলাশাসক নীতিন সিঙ্গানিয়া এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন। পাশাপাশি মাত্র ১৩ দিনে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকল্প। দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী শিবির এবং শিবিরে আশা গ্রাহকের সংখ্যায় রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে জেলা। তথ্য বলছে ১৩ দিনে ৩৭ হাজার লোক দার্জিলিং জেলার ক্যাম্পে এসেছে। পাহাড়ি বিভিন্ন দুর্গম স্থানে যৌথভাবে ক্যাম্প করেছে জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং জিটিএ। জেলাশাসক ডাঃ প্রীতি গোয়েল পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় পৌঁছে নিজের স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকাবাসীদের স্বাস্থ্যের পর্যবেক্ষণ করেছেন। ১৩ দিনে গোটা জেলায় সমস্যার সমাধান প্রকল্পের আওতায় ২৮৭১টি শিবির ইতিমধ্যেই সফল ভাবে করা হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই প্রকল্প চলবে যার আওতায় দার্জিলিং জেলায় আরও ১৯৭৫টি শিবির করা হবে। শিবির চলাকালীন ৪৮ বছর বয়সি আর্থিকভাবে দুর্বল একজন পাহাড় নিবাসী মৎস্যচাষীর হাতে দ্রুততার সঙ্গে ফিশারি কার্ড তুলে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে কার্শিয়াং-এর একটি বিবাহের অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকেরা পৌঁছে নববধূর হাতে রূপশ্রী প্রকল্পের ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। যা উল্লেখযোগ্য। সমস্যা সমাধান শিবিরে আবেদন দাখিলের পরই দ্রুততার সঙ্গে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের প্রকল্পের আওতায় আনা হয় ৫৩ বছর বয়সি পাহাড়ের দিনমজুরি করে পরিবার চালানো মহিলাকে। দ্রুত পরিষেবা পেয়ে আপ্লুত পাহাড়বাসী। দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক ডাঃ প্রীতি গোয়েল জানান ভাল সাড়া মিলেছে। জেলা জুড়ে জোর দেওয়া হচ্ছে।

■ দার্জিলিঙে জেলাশাসক ডাঃ প্রীতি গোয়েল নিজে চিকিৎসা করছেন এক রোগীর।

তিন নতুন রাস্তা

■ পথশ্রী প্রকল্পে তিনটি নতুন রাস্তা পাচ্ছে কালিয়াগঞ্জ। মঙ্গলবার রাধিকাপুরে দুটি এবং ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি ঢালাই রাস্তা নির্মাণ কাজের সূচনা হয়। ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাপ্পা সরকার এবং সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চমী দাস ও ধনকৈল পঞ্চায়েত প্রধান ধৃতি রায় বর্মণ। ২৩ লক্ষ টাকা, গোটগাঁও গ্রামে সাড়ে ৮ লক্ষ টাকায় হবে নতুন রাস্তা।

শ্যুট আউট, ধৃত ১

■ শ্যুট আউটের ঘটনায় ফেরার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গাজোলের ঘটনা। উল্লেখ্য, দোকান থেকে কাজ সেরে স্কুটি চেপে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয় অপর এক ব্যক্তি। গাজলের মাতইল এলাকার ঘটনা। মৃত ব্যক্তির নাম চিন্ময় বারুই (৪৮)। ঘটনার তদন্তে নেমে খোদা বক্স নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ভুয়ো পরীক্ষার্থী

■ ভুয়ো পরীক্ষার্থীর অভিযোগে এক ছাত্রীর পরীক্ষা বাতিল করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। সোমবার ইতিহাস পরীক্ষার দিন ইসলামপুর মিলনপল্লি হাইস্কুলে ঘটনাটি ঘটেছে। ওই স্কুলে পরীক্ষা ছিল পাঁচরসিয়া হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। পরীক্ষা শুরু হওয়ার সময়ই স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরে আছে এক ছাত্রীর পরিবর্তে পরীক্ষা দিচ্ছে তার দিদি। তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে ফেলে। অভিযোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

অনুপ্রবেশকারী ধৃত

■ বেআইনি অনুপ্রবেশে তিন অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সানাপাড়ার। ধৃতদের কাছ থেকে ৩টি মোবাইল-সহ বাংলাদেশের টাকাও উদ্ধার হয়েছে।

দুঃস্থ পড়ুয়াদের পাশে

■ দুঃস্থ পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াল গঙ্গারামপুর পুরসভা। মঙ্গলবার ছাত্র ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বই। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্রের হাত থেকে ওই বইগুলি পেয়ে খুশি পড়ুয়ারাও। চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, প্রতিবছরই পুরসভার তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। দুঃস্থ মেধাবী পড়ুয়াদের পাশে সবসময়ই রয়েছে পুরসভা।

পুরসভার উদ্যোগ, রাস্তা-সহ একাধিক উন্নয়ন বুনিয়াদপুরে

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: বুনিয়াদপুরের উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে পুরসভা। ১৪টি ওয়ার্ডে রাস্তা-সহ হচ্ছে একাধিক কাজ। সব মিলিয়ে ব্যয় ১২ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান অখিলচন্দ্র বর্মন। বর্তমানে বুনিয়াদপুর শহরের ১নং ওয়ার্ডে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে নির্মিত হতে চলেছে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা। ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে প্রায় ৭০০-৮০০ মিটার দীর্ঘ একটি ফেবার ব্লক রাস্তার নির্মাণকাজ চলছে। বুনিয়াদপুর শহরের ১৩নং ওয়ার্ডে ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলেছে একটি কালভার্ট এবং ২২ লক্ষ টাকা ব্যায়ে একটি ঢালাই রাস্তা। ৯নং ওয়ার্ডে ১ কোটি টাকা ব্যায়ে ১ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে।

ফের সোনার দোকানে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের লুঠ

মালদহ

মানস দাস, মালদহ: ফের মালদহে সোনার দোকনে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা লুঠপাট চালাল। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে মালদহ হাবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী অরুণা মার্কেটে। ৬ থেকে ৭ জন সশস্ত্র ডাকাতের দল বুলবুলচণ্ডী বাজারে অরুণা মার্কেটে এক সোনার দোকানে ডাকাতি করছিল। সেই সময় এক কাপড় ব্যবসায়ী হাটের জন্য জিনিসপত্র বের করতে আসে। সোনার দোকানে সাটারের তালা ভেঙে লুটপাট চলায়। চার ভরি সোনা ও ১৫ কেজি চাঁদি ডাকাতেরা নিয়ে চম্পট দেয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। বাজারে বসেছে বিশেষ পাহারা।

হাসপাতাল পরিদর্শন

■ এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিট, ট্রমা কেয়ার ইউনিট, জরুরি বিভাগ পরিদর্শন করলেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ।

পরিচ্ছন্নতার বার্তা

■ দিনহাটা শহরের মন্দিরগুলি পরিষ্কার-পরিছন্ন করতে অভিযানে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। দিনহাটা শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে ছোট-বড় সব মন্দিরে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই দিনহাটা শহরের একাধিক জায়গায় অভিযান চলে। দিনহাটা শহরের থানাপাড়া মন্দির-সহ একাধিক মন্দিরে এদিন সাফাই অভিযান হয়েছে। ছিলেন বিশু ধর, গৌরীশংকর মহেশ্বরী, সাবীর সাহা চৌধুরী, পার্থ সাহা প্রমুখ।

তদন্তে ফরেন্সিক দল

■ নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনায় তদন্তে এল তিন সদস্যের ফরেনসিক দল। মঙ্গলবার ফরেনসিক দলের তিন সদস্য ইংরেজবাজারের আমবাজার এলাকায় যান। যেখানে খুন করে ছাত্রীটিকে ফেলে রাখা হয়েছিল। সেখানে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেন্সিক দলের সদস্যরা। মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল সেই এলাকার নমুনা সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি ছাদের উপরে মাথা কেটে রাখা হয়েছিল সেখানে উঠেও নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেনসিক দলের সদস্যরা। গত ২৯ জানুয়ারি নিখোঁজ হয় সৃষ্টি কেশরী।

জনসংযোগ যাত্রায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ছাড়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। প্রতিদিন দলে ভাঙন। উন্নয়নের কাজে শামিল হতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতা তুলে নিচ্ছেন। এবার তৃণমূল কংগ্রেসের জনসংযোগ যাত্রাতেও যোগদানের ছবি দেখা যাচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে টাকাগাছ রাজারহাট গ্রামে দলের পদযাত্রা চলাকালীন বিজেপি ছেড়ে দলে যোগদান করলেন কর্মীরা। বিজেপির বুথ সভাপতি সহ বিজেপি কর্মীরা এদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। টাকাগাছ রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে এদিন পদযাত্রা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির বুথ সভাপতি বীরেন দাস ও তার সঙ্গে আরও কিছু বিজেপি কর্মী দল ছেড়ে যোগ দিয়েছেন যাঁরা বিজেপি দল ছেড়ে এসেছেন তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় রাজারহাট বাজার ও হাটের যাতে পরিকাঠামো উন্নয়ন হয়। সে-ব্যাপারে তিনি বিডিও ও জেলাপরিষদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। এদিকে এদিন বিকেলে দিনহাটার গীতালদহ ১ অঞ্চলের ৬/২৮৫ নং বুথের বুথ সভাপতি আজিজ মিয়া সহ ৪৫টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন এদিন। তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক তাঁদের হাতে পতাকা তুলে দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, এমনিতেই পায়ের তলার মাটি নেই বিজেপির।

■ দিনহাটায় দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মেয়ের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন ৩৩ বছরের মা আসমাতারা খাতুন। মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে। তিন সন্তানের মা আসমাতারা ছেলেকে দেখে উৎসাহিত হয়ে এবার পরীক্ষায় বসেছে

আমার বাংলা

7 February, 2024 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
বুধবার

নিহতদের পরিবারের পাশে তৃণমূল নেতৃত্ব

কুয়াশার জেরে রামপুরহাটে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত চার

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : মঙ্গলবার ঘন কুয়াশার কারণে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা ঘটল রামপুরহাট থানার মনসুবা মোড়ে। ঘটনার জেরে মৃত চারজন। গুরুতর আহত ১৪ জন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়াই, তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতেরা হলেন, রাখি সর্দার (২৬), রাসমণি সর্দার (২৯), লীলা লেট (৪৫) এবং চুমকি ডোম (২৪)। সবার বাড়ি চিতুরি গ্রামে। মঙ্গলবার কাকভোরে রামপুরহাট এক ব্লকের চিতুরি গ্রাম থেকে জনা আঠার শ্রমিক ধান রোয়ার কাজ করতে যন্ত্রচালিত ভ্যানে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে মাড়গ্রামে যাচ্ছিলেন। ঘন কুয়াশায় সিউড়ি থেকে রামপুরহাটের দিক থেকে আসা ৬ চাকার লরি মনসুবা মোড়ের কাছে ভ্যানের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সবাই ছিটকে জাতীয় সড়কে পড়ে। সেই অবস্থায় আরেকটি লরি তিন মহিলা শ্রমিককে পিষে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান।

খবর পেয়েই হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফায়েজুল শেখ ওরফে কাজল। মৃত রাখি সর্দারের স্বামীর হাত ভেঙেছে। তাঁকে ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দেন কাজল। আরেকজনকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। তাঁর চিকিৎসার জন্যও ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। অল্পবিস্তর আহতদের দেওয়া হয়েছে ২৫ হাজার করে। কাজল জানান, সোমনাথের মেয়ের বিয়ের কথা মাথায় রেখে, তাঁকে ফোন নম্বর দিয়ে এসেছি। বলেছি, দরকার পড়লেই ফোন করতে। মাসখানেক বাদেই মেয়ের বিয়ে। শোকের ছায়া গোটা গ্রামে।

হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে কথা বলছেন কাজল শেখ।

ইসিএল কর্তৃপক্ষের গা-ছাড়া ভাব

অণ্ডালে খনি-অঞ্চলে ফের ধস সরানো হল ১২টি পরিবারকে

সংবাদদাতা, অণ্ডাল : আবারও ধস খনি-অঞ্চল অণ্ডালে। এবার ধসের কবলে কাজরা কুষ্ঠ কলোনি এলাকার বাসিন্দারা। এখনও পর্যন্ত ১২টি পরিবারকে সরানো হয়েছে স্থানীয় একটি স্কুলে। সাধারণত বেশিরভাগ ধসের ঘটনা সামনে আসে বর্ষাকালেই। এখনই অণ্ডালের হরিশপুর এবং জামবাদ এলাকায় ধসের কারণে স্থানীয়রা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। বারবার সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবি জানালেও ইসিএলের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সোমবার ফের ধসের আতঙ্ক ছড়াল কাজরা আর কুষ্ঠ কলোনিতে। স্থানীয় পারুল ফুলমণি জানান, গতকাল বিকেল তিনটে নাগাদ তাঁর মেয়ে বাড়িতে চলাফেরা করার সময় হঠাৎ ঘরের মেঝেতে তার পা ঢুকে যায়। আতঙ্কিত হয়ে সে মাকে ডাকে। ঘটনার খবর ছড়াতেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসেন অণ্ডাল ব্লক তৃণমূল সহ-সভাপতি মলয় চক্রবর্তী এবং ইসিএল আধিকারিকরা। রাত হয়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় বারোটি পরিবারকে একটি স্কুলে সরানো হয়। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ ইসিএল আধিকারিক ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে এলাকাটি ঘুরে দেখেন। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মলয়। মলয়ের অভিযোগ, ইসিএল এলাকায় কয়লা উত্তোলন করার পর ঠিকভাবে ফাঁকা জায়গা বালি দিয়ে ভর্তি না করায় এই ধস।

ধসের কারণে বাড়ি ছেড়ে চলেছেন অন্যত্র।

মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা আরএ পরীক্ষার্থীকে

স্কুলের সামনে পুলিশ ও অভিভাবকদের ভিড়।

সংবাদদাতা, আসানসোল : কুলটির স্কুলে মোবাইল ফোন-সহ ধরা পড়ল এক পরীক্ষার্থী। কুলটির নিয়ামতপুর এলাকার একটি হাইস্কুলের ছাত্রী সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন মোবাইল ফোন-সহ ধরা পড়ল কুলটি গার্লস হাই স্কুলে। এদিন পরীক্ষাকেন্দ্রের পরিদর্শকেরা তাকে প্রশ্নপত্র খাতা ও মোবাইল ফোন-সহ ধরেন। এরপর বিষয়টি মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে জানানো হয়। পর্ষদের নির্দেশে ওই ছাত্রীকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। পর্ষদ নির্দেশ দিয়ে বলেছে, চলতি বছরে ওই ছাত্রী আর কোনও পরীক্ষা দিতে পারবে না।

পশ্চিম বর্ধমান জেলা মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা আহ্বায়ক রাজীব মুখোপাধ্যায় বলেন, কুলটির নিয়ামতপুরের একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী কুলটি গার্লস হাইস্কুলে সোমবার পরীক্ষা দিচ্ছিল। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ পরেই হলের পরীক্ষকেরা লক্ষ্য করেন, ওই পড়ুয়া মোবাইল ফোন দেখে উত্তর লেখার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরা হয়। মোবাইল, প্রশ্ন, উত্তরপত্র-সহ আটক করা হয়। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে জানানো হয়। পর্ষদ নির্দেশ দেয়, ওই ছাত্রীকে 'আর এ' করতে। চলতি বছরে ওই পড়ুয়া আর পরীক্ষা দিতে পারবে না। পর্ষদ যখন প্রশ্নপত্র যাতে ভাইরাল বা ফাঁস না হয় বা টোকাটুকি বন্ধে মরিয়া, তখন কিছু পরীক্ষার্থীর মধ্যে এই ধরনের অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজের ঘটনায় শিক্ষকেরা রীতিমতো চিন্তিত। তাঁদের বক্তব্য, এই প্রবণতা ভাল নয়।

পারিবারিক বিবাদে শাবল দিয়ে মা ও দাদাকে খুন

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বৃদ্ধা মা ও নিজের দাদাকে শাবল দিয়ে পিটিয়ে খুন। বাধা দিতে গিয়ে আহত পরিবারের আরও তিনজন। গতকাল রাতের ঘটনা, বাঁকুড়ার খাতড়া থানার জলডোবরা গ্রামে। আক্রমণকারীকে বাধা দিতে গিয়ে শাবলের আঘাতে আহত হন তার ভাইঝি, বৌদি ও দিদি। আহতদের খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল রাতে গোপী বাউড়ির বাড়িতে প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পান প্রতিবেশীরা। দৌড়ে গিয়ে দেখেন বছর ষাটের লক্ষ্মী বাউড়ি ও তাঁর বড় ছেলে বছর চল্লিশের দেবু মেঝেতে রক্তাক্ত ও মৃত অবস্থায় পড়ে। গুরুতর জখম দেবুর স্ত্রী মঙ্গলা, মেয়ে শিখা ও দিদি খেপি। প্রতিবেশীরাই খাতড়া থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দুটি মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি আহতদের খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বাড়ি থেকেই মৃতা লক্ষ্মীর ছোট ছেলে গোপীকে গ্রেফতার করে। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের ধারণা, পারিবারিক বিবাদের জেরেই গোপী নৃশংসভাবে মা ও দাদাকে শাবল দিয়ে খুন করেছে।

দেবুর স্ত্রী মঙ্গলা।

হস্টেল-জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রথম শ্রেণির পড়ুয়াকে খুন

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বিচিত্র মানসিকতা। নিজের পড়তে ভাল লাগে না। মন চাইত হস্টেল-জীবনের বদ্ধদশা থেকে মুক্তি। তাই একই স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত এক ছাত্রকে পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন করে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল সে। ঘটনার আটদিনের মাথায় গ্রেফতার হল স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। সোমবার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের হাতে তুলে দেয়। ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা স্কুল। ৩০ জানুয়ারি মানবাজার থানার ঘাসতোড়িয়া সারদা শিশুমন্দির নামে এক বেসরকারি আবাসিক স্কুলের খেলার মাঠের পিছনের পুকুর থেকে উদ্ধার হয় ওই স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র সুদীপ মাহাতোর (৬) মৃতদেহ। স্কুল কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল, খেলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গিয়ে ঘটেছে। কিন্তু মৃতের মুখ ও মাথায় আঘাত দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। ময়না তদন্তে জানা যায়, খুন। তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রের আচরণ দেখে সন্দেহ হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই খুনের কথা স্বীকার করে। মাঠের প্রান্তে শিশুটিকে একা দেখেই তার মধ্যে খুন করার ইচ্ছে জেগে ওঠে। পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন করে জলে ফেলে দেয়। নজিরবিহীন এমন জিঘাংসার ঘটনায় বিস্মিত জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোলাপ যে নামেই ডাকো ভালবাসার প্রতীক বা উপার্জন

কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর

মহাকবি শেক্সপিয়র বলেছেন, গোলাপ যে নামেই ডাকো। শুধু সঙ্গিনীর মনজয় নয়, ভাল টাকাও উপার্জন করা যায় গোলাপ দিয়ে। 'রোজ ডে' থেকে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' বা 'প্রোপোজ ডে' ইত্যাদির উদযাপন এই প্রজন্মের কাছে লেটেস্ট ট্রেন্ড। আর পুজোআচ্ছা তো আছেই। তাই বছরভর নানা রঙের গোলাপের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। সামনেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে এই গোলাপের চাহিদা তুঙ্গে উঠবে। চোখজুড়ানো রঙ, মনমাতানো সুবাস, রাজকীয় রূপ— সঙ্গিনীর মনজয়ের অমোঘ অস্ত্র। বিপরীতে গোলাপ হয়ে উঠতে পারে উপার্জনের উপকরণও। রঘুনাথগঞ্জের ফুলচাষি অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গোলাপচাষের জন্য ঠিক জাত নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ফুলের বাজারে বাজিমাত করতে চাইলে উৎপাদন করতে হবে ভাল মানের গোলাপ। বাগানের বাহারি গাছ থেকে কুচো গোলাপেরও বাজার আছে। গোলাপতেল, গোলাপজল এবং গুলকন্দ তৈরিতেও ব্যবহার করা হয় গোলাপের নির্যাস। এ ছাড়া ফুলের সাজ, তোড়া, পুজোয় বা উপহার হিসেবে গোলাপের চাহিদা বিরাট। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি গোলাপচাষ হয়। ভারতে অনেক জাতের গোলাপ পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি হয় গোলাপি, সাদা, মেরুন, লাল-হলুদ ও কমলা গোলাপের। এই গোলাপ হতে পারে ভালবাসা বা উপার্জনের উপকরণ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
7 February, 2024 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

আজ সবং কেন্দ্রের ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর, হবে ডেবরাতেও

রাজ্যে প্রথম গ্রামীণ দমকল কেন্দ্র চালু

মৌসুমী হাইত ● পশ্চিম মেদিনীপুর

সম্পূর্ণ প্রস্তুত সবং গ্রামীণ দমকল কেন্দ্রের আজ, বুধবার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের কোথাও গ্রামীণ দমকল কেন্দ্র তৈরি হল। ডেবরাতেও এরকম আরেকটি দমকল কেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন এলাকার বিধায়ক। সবংয়ের বনাইয়ে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকায় এই কেন্দ্রটি নির্মাণ হয়েছে। এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়ার উদ্যোগে এই টাকা বরাদ্দ হয়। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ায় আজ, এই দমকল কেন্দ্রটির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবংয়ের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ডঃ মানসরঞ্জন ভুইয়া বলেন, 'সবং থেকে খড়্গপুর প্রায়

৫০ কিমি এবং মেদিনীপুর প্রায় ৬০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। সবংয়ের কোথাও আগুন লাগলে এই দুই শহর থেকে দমকল এসে পৌঁছানোর আগেই সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত। তবে এবার আর তা হবে না। সবং ছাড়াও উপকৃত হবেন কাছাকাছি পটাশপুর, পিংলা, খড়্গপুর গ্রামীণ ও ডেবরার মানুষজনও। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের গ্রামীণ এলাকায় প্রথম দমকল কেন্দ্রটি তৈরি করে দিয়ে এখানকার মানুষের প্রভূত উপকার করলেন।' ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবিরের উদ্যোগেও দ্বারিকাপুরে ১৬ নং জাতীয় সড়কের পাশেই একটি দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে জায়গা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে বলে জানান বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবির। ইতিমধ্যে জায়গা পরিদর্শন করে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর দফতরে সমস্ত তথ্য পাঠানো হয়েছে। সব মিলিয়ে সবং ও ডেবরায় দুটি দমকল কেন্দ্র হয়ে গেলে অনেকটাই উপকৃত হবেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেশ কিছু ব্লকের গ্রামীণ মানুষ।

রাম-বাম জোটকে হারিয়ে ফের কৃষি সমবায়ে জয় তৃণমূলের

সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর : ফের পূর্ব মেদিনীপুরের সমবায় সমিতির ভোটে জিতল তৃণমূল। চণ্ডীপুর ব্লকের চক পুরুলিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনে জিতলেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। সমবায় সমিতির ৪৪ আসনে নির্বাচন হয়। আসন সমঝোতা করে রাম-বামেরা ভোটে লড়লেও তাদের হারিয়ে ৩৫ আসনেই জেতেন তৃণমূল সমর্থিতরা। কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় চলে ভোটগ্রহণ। ৪৪০৪ জন ভোটারের ৯৮ শতাংশই ভোট দেন। ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীলকুমার প্রধানের বক্তব্য, 'তৃণমূলকে রুখতে গোপন আঁতাত করেছিল সিপিএম ও বিজেপি। মানুষ সেটা ভালভাবে নেননি। তাই তাঁরা ফের তৃণমূলে ভরসা রেখেছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের দলীয় প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন।'

চণ্ডীপুর

ভোটে জিতে উল্লসিত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা।

১৯ লক্ষে রাস্তা সংস্কারের শিলান্যাস জেলা পরিষদের

সংবাদদাতা, সালানপুর : জেলা পরিষদের তহবিল থেকে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকায় বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানার রূপনারায়ণপুর বিহার রোডের টোল ট্যাক্সের পিচ রাস্তাটির মেরামতি হবে। মঙ্গলবার এই কাজের শিলান্যাস করলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আরমান। ৬৫০ মিটার রাস্তাটির হাল খারাপ থকায় বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই রাস্তার মেরামত করা হচ্ছে বলে জানান মহম্মদ আরমান। তাছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৈলাসপতি মণ্ডল, সহ সভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র, সমাজসেবী ভোলা সিং-সহ অনেকে।

রূপনারায়ণপুরে হল রাস্তা সংস্কারের শিলান্যাস।

চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে শুরু শ্রীনিকেতনে ১০২তম মাঘ মেলা

সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন : ১০২ বছর আগে, ১৯২২ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলার কৃষিকাজকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এলাকার মানুষদের নিয়ে শ্রীনিকেতনে কাজ শুরু করেন।

মেলা ঘুরে দেখছেন উপাচার্য সঞ্জয়কুমার মল্লিক।

কবির সেই শ্রীনিকেতনে চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে মঙ্গলবার শুরু হল ১০২তম মাঘ মেলা। সঙ্গে ছিল শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসব উদযাপন। চিরাচরিত এই মেলায় বরাবরই ভিড় জমান দেশবিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকেরা। মেলা চলবে তিনদিন। ২০১২ থেকে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এই মেলার দায়িত্ব নেয়। মেলার অন্যতম আকর্ষণ কৃষি প্রদর্শনী। শুধু বীরভূম জেলার নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এই উৎসবে অংশ নেন। শ্রীনিকেতনের কুঠিবাড়িতে মানুষের আনাগোনার এবারও ব্যতিক্রম ঘটেনি। এবারের মেলায় দেখা গেল প্রায় ১০ কেজি ওজনের লাউ, ১৫ কেজি ওজনের কুমড়ো ছাড়াও বিভিন্ন শাকসবজি। প্রদর্শনীতে প্রায় ১৫০ চাষি অংশ নিয়েছেন। মেলার সূচনা করেন ড. প্রদীপ দে, বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয়কুমার মল্লিক। শ্রীনিকেতন শিল্প সদনের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিদর্শনপত্র তুলে দেওয়া হয় মঞ্চ থেকে। শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগ মেলায় নিজেদের তৈরি জিনিস নিয়ে হাজির হয়েছে। বাউল-ফকিররাও হাজির হয়েছেন মেলায়। শান্তিনিকেতনের ভাষায় এই উৎসব আদতে মিনি সমাবর্তন। উৎসব শুরু হওয়ায় আগে প্রতিটি ভবনের প্রধানরা বিভাগীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। এই মেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষজন তাঁদের হস্তশিল্পের পশরা সাজিয়ে বসেন।

মন্ত্রীর উদ্যোগে দুঃস্থদের জন্য বসন্তবাস বৃদ্ধাশ্রম

স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যাঠামশাইয়ের নামে বৃদ্ধাবাসের সূচনা মন্ত্রীর।

সংবাদদাতা, নদিয়া : স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের ১২৯তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁর নামে গড়া 'বসন্তবাস' বৃদ্ধাশ্রমের সূচনা করলেন প্রয়াত শহিদের ভ্রাতুষ্পুত্র মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। মঙ্গলবার পোড়াগাছায় মন্ত্রীর উদ্যোগে তৈরি নবনির্মিত এই বৃদ্ধাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন হল। ছিলেন জেলাশাসক অরুণ প্রসাদ, সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মির, পুরপ্রধান রীতা দাস প্রমুখ। এখানে আশ্রিত বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্য সুষম আহার ও ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, 'এলাকার অসহায় বৃদ্ধবৃদ্ধাদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এই বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৫০ জন বৃদ্ধবৃদ্ধা এখানে থাকতে পারবেন। পরে সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাবে। বৃদ্ধাশ্রম চালানোর খরচ ব্যক্তিগতভাবে বহন করা হবে। ইতিমধ্যেই ৭-৮ জন আবেদন করেছেন।' অনুষ্ঠানে শহিদ বসন্ত বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এলাকাবাসী, স্কুলপড়ুয়ারা।

৪ পৃথক পথদুর্ঘটনায় বর্ধমানে মৃত্যু ৫ জনের

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পৃথক ৪ পথ দুর্ঘটনায় মঙ্গলবার মৃত্যু হল ৫ জনের। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, গলসির আদরাহাটি-গোহগ্রাম রাস্তায় সাইকেল নিয়ে বাজার করে ফেরার পথে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় রবিউল মোল্লার (৫৫)। বাড়ি আদরাহাটি। গলসির গলিগ্রামে ১৯ নং জাতীয় সড়কে পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়িতে তেল ভরে বেরোনোর সময় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল বেসরকারি ফিন্যান্স কোম্পানির কর্মী নাদিয়া মল্লিকের (২১)। বাড়ি শক্তিগড়ের কৃষ্ণপুর। ভাতার থানার মালডাঙা রোডের কুলনগর মোড়ের কাছে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় দুই বাইক চালক বাপ্পাদিত্য প্রামাণিক (৪২) ও জয় মাঝির (২৫)। প্রথমজনের বাড়ি ভাতার থানার নাসিগ্রামে, অপরজনের কুলনগর গ্রামে। রায়নার জোৎসাদী এলাকায় মামার বাড়ি থেকে ফেরার সময় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় শেখ মোবারক উদ্দিনের (২৭)। বাড়ি ভাতার থানার শিবপুরে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের

■ উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইসলামপুর ও চোপড়া ব্লকের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের সহায়ক সরঞ্জামদান চলছে ইসলামপুর উর্দু আকাডেমিতে। দ্বিতীয় দিনে দুই ব্লকের বিশেষচাহিদা সম্পন্নদের দেওয়া হল হিয়ারিং এইড, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল ইত্যাদি। শিবিরে আসেন জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, ইসলামপুরের পুরপ্রধান কানাইয়ালাল আগরওয়াল প্রমুখ।

বিষ্ণুপুরে আদিবাসীদের

■ বিষ্ণুপুর থানার কাঠগোলায় আদিবাসী মানুষদের মধ্যে কয়েকশো কম্বল বিলি করল হৃদয়পুর নবসোপান। এই কাজে সহযোগিতা করেন এসএপি গণেশ বিশ্বাস, বাস্তকার জয়ন্ত বিশ্বাস। মল্লভূম প্রয়াস গ্রামগুলিতে সার্ভে করে এজন্য শতাধিক পরিবার নির্বাচন করে। সোমবারের কর্মসূচিতে ছিলেন মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ, আইপিএস রবিরাজ অবস্থি, আইসি অতনু সাঁতরা প্রমুখ।

উপভাষা নিয়ে আলোচনা

■ কুলি, কামিন, মাঝি, মাল্লা, খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে লেখা আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করেন শশুরে শিল্পীরা। সেই অঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষার সঙ্গে পরিচিত না হওয়ায় তাতে সমস্যা থেকে যায়। লোককবিতার বিশিষ্ট কবি দেবব্রত সিংহ ও বাচিকশিল্পী পীতম ভট্টাচার্য লোকসাধারণের কবিতায় আঞ্চলিক উপভাষা ও জীবনচর্চা বিষয়ে আলোচনা করেন। নবদ্বীপ কথাশিল্প বকুলতলা প্রাক্তনী ভবনে করল এই অনুষ্ঠান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
বুধবার

7 February, 2024 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

বিধানসভা ভোটের আগেই গত বছর তেলেঙ্গানায় ধারাবাহিক ভাঙন শুরু হয়েছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দল ভারত রাষ্ট্র সমিতিতে। ভোটে বিপর্যয়ের পরেও তা অব্যাহত। এবার পেড্ডাপাল্লি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ও দলিত নেতা বি বেঙ্কটেশ যোগ দিলেন কংগ্রেসে

মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ হোক, দরকার ন্যায়বিচার : সংসদে সরব কল্যাণ

প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে বিল পাশ হল লোকসভায়

প্রতিবেদন : আইনের ঘাটতি নেই দেশে। দরকার তার সদ্ব্যবহার। ন্যায়বিচারের স্বার্থে বন্ধ হোক মিডিয়া ট্রায়াল। মঙ্গলবার লোকসভায় একটি বিলের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন লোকসভায় পাশ হয়ে গেল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বা দুর্নীতি ঠেকানোর জন্য পাবলিক এগজামিনেশন বিল। এরপর বিলটি রাজ্যসভায় পাশ করানো হবে এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর স্বাক্ষর পেলেই আইনে পরিণত হবে বিলটি।

বিল নিয়ে মঙ্গলবার আলোচনায় তৃণমূলের তরফে বক্তব্য রাখেন লোকসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, যে সমস্ত ধারার কথা বিলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবগুলিরই উল্লেখ রয়েছে আগের ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং সম্প্রতি পাশ হওয়া ভারতীয়

ন্যায় সংহিতায়। তাঁর মতে, আমাদের দেশে আইনের কোনও ঘাটতি নেই। তবে সেগুলি কার্যকর করার মধ্যে ঘাটতি রয়েছে। সংসদ আইন তৈরি করে। কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনি প্রশ্ন করেন, গত ৫ বছরে এই ক্ষেত্রে কতগুলি অপরাধের ঘটনায় এই আইন কার্যকর করা হয়েছে, কতজনের বিচার করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে? কল্যাণ বলেন, আজ আমাদের দেশে সবকিছুতেই মিডিয়া ট্রায়াল হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হোন বা রাজ্যের মন্ত্রী, সবাইকেই আজ মিডিয়া ট্রায়ালের সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেকোনও স্পর্শকাতর ঘটনায়। কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁর পরামর্শ, যে কোওরকম অপরাধ, যা আদালতে বিচারাধীন, সেখানে মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ করতে হবে। ন্যায়বিচার দিতে হবে, যা হচ্ছে না।

মিডিয়া ট্রায়ালের প্রসঙ্গের মধ্যেই বাংলায় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, অসফল ব্যক্তিরা সফল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এটাই প্রকৃত চিত্র। ৪, ৫, ৬ বছর পর তাঁরা আসছেন মামলা করতে। কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি একটি রায়ের মাধ্যমে ৩২,০০০ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট সেই রায় খারিজ করে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র মিডিয়া ট্রায়ালের কারণে। তিনি আরও বলেন, একই বিচারপতি ১৫ হাজার জনের চাকরি বাতিল করেছেন। পরে সুপ্রিম কোর্ট সেই রায় খারিজ করে দিয়েছে। কারণ, সেখানে আইনের মূল নীতি অনুসরণ করা হয়নি। তাঁর কথায়, যে কোনও নিয়োগের পরীক্ষায় এক বা দুই শতাংশের দ্বারা কোনও অন্যায় হতে পারে, সেক্ষেত্রে সবাইকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করা চলবে না। আমাদের তরুণ সম্প্রদায় বুদ্ধিমান এবং তাঁরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ফলে এক বা দুই জনের জন্য সকলকে দোষী বলা চলবে না।

এনআইএ তদন্ত চায় তৃণমূল

মধ্যপ্রদেশে বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ, হত ১১

প্রতিবেদন : ভয়াবহ বিস্ফোরণ বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের এক বাজি কারখানায়। মৃত্যু হল ১১ জনের। আহত হয়েছে আরও শতাধিক। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের হরদা জেলার বৈরাগড়ে। কারখানার ভিতরে বিস্ফোরণের পরও বহু শ্রমিক আটকে ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে স্থানীয় প্রশাসন। ভয়াবহ এই বিস্ফোরণের ঘটনায় কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সরকারি নজরদারিতে গাফিলতির অভিযোগ উঠছে। তৃণমূলের দাবি, এতবড় বিস্ফোরণ ও বহু মানুষের প্রাণহানির পর অবিলম্বে এনআইএ তদন্ত চাই বিজেপি রাজ্যে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ ব্যাপক বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে ওই কারখানা সংলগ্ন আশপাশের এলাকা। বিস্ফোরণের জেরে আশপাশের অন্তত ৬০টি বাড়িতে আগুন ধরে যায়। দ্রুত উদ্ধার করা হয় সেই সব বাড়ির বাসিন্দাদের। কয়েক কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত সেই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় মৃতদেহ ছিটকে পড়েছে আধ কিলোমিটার দূরে। বিস্ফোরণ যখন ঘটে সেই সময় বহু শ্রমিক কারখানার ভিতরেই ছিলেন। বিস্ফোরণের ফলে আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, শ্রমিকরা ভিতরেই আটকে পড়েন।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময়ে ওই কারখানায় অন্তত ১০০ জন শ্রমিক ছিলেন। আহতদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুও রয়েছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান।

মধ্যপ্রদেশের এই ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসার পর বিজেপিকে অতীত স্মরণ করালেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। অতীতের প্রসঙ্গ মনে করিয়েই এদিন এক্স হ্যান্ডেলে কুণাল ঘোষ লেখেন, কি বিজেপি, জঙ্গিদের কারখানার পেছনে কারা তা খুঁজতে এবার সিবিআই, এনআইএ তদন্ত হবে তো?

এইমসের বেহাল অবস্থা তুলে ধরলেন শান্তনু

দলিতদের অধিকার নিয়েও সরব

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্নে দেশের এইমস হাসপাতালগুলির বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে সরব হন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন। তিনি বলেন, দেশজুড়ে সরকার এইমসের প্রচার চালাচ্ছে। অথচ বাস্তব চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। সারা দেশেই এইমসের বেহাল পরিকাঠামো প্রমাণ করে সরকার যা প্রচার চালাচ্ছে পরিস্থিতি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর দাবি, দেশের এইমসগুলি পরিদর্শন করে তিনি দেখেছেন চিকিৎসক, নার্স এবং স্টাফ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। এমনকী রাজ্যের একমাত্র এইমসের অবস্থাও বেহাল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজগুলির যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে কেন্দ্র তা থেকে শিক্ষা নিক।

এদিকে মঙ্গলবার রাজ্যসভায় অন্ধ্র এবং ওড়িশায় তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি তালিকা সংশোধন করার জন্য দুটি বিল পাশ হয়। রাজ্যসভায় এই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, এটা খুবই কষ্টের যখন দেখি দেশের মহিলা রাষ্ট্রপতি যিনি দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন বা রামমন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠায় আমন্ত্রিত থাকেন না। এর থেকেই বোঝা যায় কেন্দ্রীয় সরকার দলিত সম্প্রদায়কে কী নজরে দেখে! মধ্যপ্রদেশে এক বিজেপি নেতার দলিত সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মুখে প্রস্রাব করার প্রসঙ্গও শান্তনু রাজ্যসভায় উত্থাপন করে বলেন, ২০১১'র জনগণনায় দেশের মোট জনসংখ্যার ৮% দলিত সম্প্রদায়ের। কেন্দ্রের কাছে আর্জি, ২০২১ এর জনগণনা অবিলম্বে করা হোক। যাতে দেশের পিছিয়ে পড়া এই সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এর জন্য কাজ করতে পারে সরকার। দেশের আইআইএম-গুলিতে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি পড়ুয়াদের সংখ্যা ৪ শতাংশের নিচে। যা উদ্বেগের বলে মন্তব্য করেন শান্তনু। বলেন, গত চার বছরে আইআইএম আমেদাবাদে ৭৮ জন পড়ুয়া গবেষণার জন্য আবেদন করেন। যার মধ্যে মাত্র দু'জনকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আইআইএম বেঙ্গালুরুতে ১৮৮ জন আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র ৩ জনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। গত বছরে ৩,৪৩০ জন তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের পড়ুয়া আইআইটিগুলোতে আবেদন করেন, যার মধ্যে থেকে মাত্র ১৩৭ জনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

সরকারিভাবে নথিভুক্ত করতে হবে লিভ ইন সম্পর্ক, না হলে জেল-জরিমানা

উত্তরাখণ্ড

প্রতিবেদন : সরকারিভাবে এবার নথিভুক্ত করতে হবে লিভ ইন সম্পর্ক। তা না করলে শাস্তি ছ'মাসের কারাদণ্ড। সঙ্গে গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানাও। লিভ ইন সম্পর্ক নিয়ে একাধিক নিয়ম লাগু হচ্ছে উত্তরাখণ্ডে। রাজ্যে পেশ হওয়া অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিলে এই বিষয়ে নতুন নিয়মের সংস্থান রাখা হয়েছে। বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মতো বিষয় নিয়েও নতুন নিয়মের উল্লেখ রয়েছে নয়া বিলে।

সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে লিভ ইন সম্পর্কের নিয়মাবলি। বিল অনুযায়ী, সরকারিভাবে নথিভুক্ত করাতে হবে লিভ ইন সম্পর্ক। সঙ্গীদের মধ্যে কারওর বয়স ২১ বছরের কম হলে তাঁর বাবা-মার অনুমতি লাগবে রেজিস্ট্রেশন করাতে। সঙ্গীদের মধ্যে একজন বিবাহিত বা অন্য লিভ ইন সম্পর্কে থাকলে তিনিও নতুন লিভ ইন সম্পর্কে জড়ানোর অনুমতি পাবেন না। লিভ ইন সম্পর্কে সন্তান হলে তাকে বৈধ বলেই স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সম্পর্ক থেকে বেরোতে চাইলে জবানবন্দি দিতে হবে। মহিলারা এই সম্পর্কের পর ভরণপোষণ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। লিভ ইনের সরকারি নথিভুক্ত না করালে সর্বোচ্চ ছ'মাসের জেল ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে।

সামাজিক বিয়ের ২ মাসের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে রেজিস্ট্রেশন। তা না হলে গুনতে হবে ২০ হাজার টাকার জরিমানা। তবে রেজিস্ট্রেশন না হলেও বৈধতা থাকবে বিয়ের। বিবাহিত অবস্থায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারবেন না কেউ। বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের ২১ এবং মহিলাদের বয়স ১৮ বছর হতেই হবে। বিবাহবিচ্ছেদ নিয়েও বিশেষ ধারা রয়েছে নয়া বিলে। পরকীয়া, অত্যাচার, কোনও কারণ ছাড়াই আলাদা থাকা ইত্যাদি নানা বিষয়ের জেরে পুরুষ ও মহিলা যে কেউ আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করতে পারেন। স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে বিবাহবিচ্ছেদে অগ্রাধিকার পাবেন মহিলারা।

দেশ বিদেশ

7 February, 2024 • Wednesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২৬/১১ মুম্বই হামলার মূলচক্রী ও লস্কর-ই-তইবার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ মহম্মদ সঈদ কি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে লড়বেন? বিবিসি উর্দু-র এক প্রতিবেদনে শোরগোল পড়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। খবর অনুযায়ী, পাক নির্বাচনে মারকাজি মুসলিম লিগের 'মুখ' হিসেবে লড়বেন জঙ্গি হাফিজ

ভারতের জেলের দুরবস্থা, জায়গার তুলনায় ১৩১ শতাংশ বেশি বন্দি

সমাধান জটিল, অভিষেকের প্রশ্নের জবাবে মানল কেন্দ্র

প্রতিবেদন : ভারতের জেলগুলিতে উপচে পড়া বন্দিদের সংখ্যা এবং পরিবেশ জীবনযাপনের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এই পরিস্থিতির সমাধানও জটিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্টে এই তথ্য সামনে এসেছে। এতে দেখা যাচ্ছে গোটা দেশেই জেল ও সেখানে বন্দি রাখার জায়গার তুলনায় ঢের বেশি বন্দিকে থাকতে হচ্ছে। জেলগুলির ধারণক্ষমতার চেয়ে বন্দির সংখ্যা অস্বাভাবিক বেশি। মঙ্গলবার দেশের জেলগুলির এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি আরও একবার মেনে নিলেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্র। আর এই সমস্যা সমাধানে নিজেদের গা বাঁচাতে সব দায়দায়িত্ব রাজ্যগুলির দিকে ঠেলে দিতে চাইছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যেই সেই অভিসন্ধি স্পষ্ট।

তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের জবাবে মঙ্গলবার সংসদে মন্ত্রী অজয় মিশ্র জানিয়েছেন, ভারতে ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬৬ জন বন্দি রাখার সর্বমোট

জায়গা রয়েছে। অথচ সেখানে গোটা দেশে মোট বন্দির সংখ্যা ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ২২০ জন। অর্থাৎ জায়গার তুলনায় বন্দির সংখ্যা ১৩১ শতাংশ বেশি। এই সংখ্যায় সামঞ্জস্য আনার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যে ব্যবস্থা নিয়েছে সে বিষয়ে তৃণমূল সাংসদের প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, বিচারাধীন বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য জামিনের পথ খোলা রয়েছে ভারতে। কোনও বন্দি তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ সাজার অর্ধেক বিচারাধীন হিসাবে জেলে থাকলে তিনি জামিন পেতে পারেন।

পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার অনলাইনে জামিন পাওয়ার সব ধরনের সম্ভাবনার পথ তুলে ধরে সবার জন্য তা উন্মুক্ত করে রেখেছে বলেও দাবি মন্ত্রীর। যদিও সেই সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিচারাধীন বন্দিদের আইনজীবীরা জামিনের জন্য লড়াই করলেই যে জামিন মঞ্জুর হবে বিষয়টা আদৌ তা নয়। স্বাভাবিক নিয়মে ফলাফল যে জামিনের পক্ষে যায় না তা ভারতের জেলগুলির উপচে পড়া অবস্থা দেখেই বোঝা সম্ভব। এমনকী কেন্দ্রের দায় এড়িয়ে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানিয়েছেন, এধরনের পরিস্থিতিতে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কারাগার ও সেখানকার বিচারাধীন বন্দির সব দায়িত্ব রাজ্যগুলির। কারাগারগুলির প্রশাসন ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারেরই দায়িত্ব। অর্থাৎ সমস্যা মেনে নিয়েও সমাধানের প্রশ্নে দায় নিতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার।

■ বিধ্বংসী দাবানলে জেরবার দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলি। গত কয়েকদিন ধরে দেশের মধ্যভাগে ভালপারাইসো অঞ্চল ভয়াবহ আগুনের গ্রাসে। আগুনের লেলিহান শিখা ছড়াচ্ছে পার্শ্ববর্তী আরও একাধিক শহরে। দাবানলের গ্রাসে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৫৫ জনের। চিলিতে সাধারণভাবে প্রতি গ্রীষ্মেই দাবানলের সমস্যা দেখা দেয়। ঘটে প্রাণহানিও। এবার ক্ষতি ও ভয়াবহতা দুই-ই বেশি। প্রায় ৪৩ হাজার হেক্টর জমিতে আগুন ছড়িয়েছে। দ্রুত তা গ্রাস করছে আরও জনপদ। ভালপারাইসোর আকাশ ঘন কালো ধোঁয়ার চাদরে মুড়ে রয়েছে। চিলির প্রেসিডেন্ট পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনিক স্তরে সর্বোচ্চ তৎপরতা চলছে।

ব্রিটেনের রাজা চার্লস আক্রান্ত হলেন ক্যানসারে

প্রতিবেদন : সিংহাসনে বসার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে মারণ রোগ ক্যানসারে আক্রান্ত হলেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস। হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার সময় তাঁর শরীরে ক্যানসারের উপস্থিতির কথা জানতে পারেন চিকিৎসকরা। চার্লসের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসার পর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে তিনিও রাজার সুস্বাস্থ্য কামনা করছেন।

সোমবার হঠাৎই জানা যায় ব্রিটেনের নতুন রাজার ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবর। বিবৃতি জারি করে এই তথ্য প্রকাশ্যে আনে বাকিংহাম প্যালেসই। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত চার্লস। কিন্তু ব্রিটিশ রাজপরিবারের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তাঁর শরীরে ক্যানসারের বাসা বাঁধার ঘটনাটি 'পৃথক সমস্যা'। তবে কোন ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত ব্রিটেনের রাজা, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি বিবৃতিতে। তবে অসুস্থতার জন্য বর্তমানে ধারাবাহিক চিকিৎসার

আওতায় থাকবেন তৃতীয় চার্লস। এই সময়ের মধ্যে তিনি সাধারণের সঙ্গে দেখা করবেন না বলে জানিয়েছে বাকিংহাম প্যালেস। তাঁর অনুপস্থিতিতে বেশ কয়েকটি কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন রানি ক্যামিলা। তবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন চার্লস নিজেই। এদিকে বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে আমেরিকা থেকে ব্রিটেনে যাচ্ছেন রাজপুত্র হ্যারি। বিবিসি সূত্রে খবর, দুই ছেলে উইলিয়াম ও হ্যারিকে নিজেই এই খবর জানিয়েছেন রাজা চার্লস। অসুস্থতা নিয়ে বাবার সঙ্গে কথাও বলেছেন ডিউক অফ সাসেক্স।

দলবদলু অজিতরা আসল এনসিপি!

সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

প্রতিবেদন : বিজেপির বন্ধু একনাথ শিন্ডের পর এবার অজিত পাওয়ার। বিজেপি জোটে শামিল হওয়ার পর এবার জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির নাম ও প্রতীক পেলেন অজিত পাওয়ার। যদিও দলের প্রতিষ্ঠাতা শারদ পাওয়ারের গোষ্ঠী নিজেদের প্রকৃত এনসিপি বলে দাবি করছে। ৬ মাসেরও বেশি সময় ধরে ১০টিরও বেশি শুনানির পরে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন অংশকেই আসল এনসিপি বলে স্বীকৃতি দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এনসিপি-র প্রতীক ঘড়ি চিহ্ন ব্যবহারের অধিকারীও হলেন অজিতরাই। উল্লেখ্য, শারদ পাওয়ারের দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভাইপো অজিত পাওয়ার হাত মিলিয়েছেন বিজেপির সঙ্গে। সঙ্গে আরও ৪০ জন বিধায়ক। কমিশনের রায়ের পর, যে দলের আসল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শারদ পাওয়ার, এবার থেকে সেই দলের প্রতীক চিহ্ন এবং এনসিপির নাম ব্যবহার করার অধিকার পাচ্ছে অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী। কারণ কমিশনের রায় অনুযায়ী, তারাই আসল এনসিপি, প্রতিষ্ঠাতা শারদ পাওয়ার নন। কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, বিজেপির চাপে পড়েই কি লোকসভা ভোটের মুখে এই সিদ্ধান্ত নিল কমিশন?

এক দেশ এক ভোট মানছে না তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

কারণ ১৯৫২ সাল থেকে যখন দেশে নির্বাচন হয়, তখন এত দলও ছিল না আর এত দল ভাঙার সুযোগও ছিল না। কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যেকোনও সময় যেকোনও দল ভাঙিয়ে সরকারের পতন ঘটানো যেতে পারে। সুতরাং এমত অবস্থায় ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখতে দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে বিপন্ন না হয় এ-ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। সুদীপের আশঙ্কা, এক দেশ এক নির্বাচনের মাধ্যমে দেশকে রাষ্ট্রপতি শাসনের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। আর এরই গোপন অ্যাজেন্ডা হিসেবে এই একনায়কতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যম দিয়ে নিয়ে গিয়ে পরবর্তীকালে তার প্রকৃত রূপ দেওয়া হবে। তাই কোনও অবস্থাতেই তৃণমূল একে সমর্থন করে না। তাঁর সংযোজন, এদিন বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বেশ কিছু নতুন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যা শোনার পর রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ জানিয়েছেন, সেগুলো সত্যিই প্রশংসনীয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেটের জন্য আসতে পারবেন না আগেই জানিয়েছিলেন তবে আমরা খুব খুশি যে আপনারা বেশ কিছু নতুন বিষয় আমাদের সামনে উন্মোচন করলেন। আমরা খুব গুরুত্বের

সঙ্গে আপনাদের দেওয়া পরামর্শ বিবেচনা করব।

উল্লেখ্য, গত ১১ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক দেশ এক নির্বাচনের বিষয়ে ছয় দফা আপত্তি জানিয়ে চার পাতার একটি চিঠি লেখেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কমিটির কাছে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, এক দেশ এক নির্বাচন সংবিধানের পরিপন্থী। এই বৈঠকে যোগ দিতে তাঁর দিল্লি আসার কথা থাকলেও ৮ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় রাজ্য বাজেটের জন্য তিনি তা বাতিল করেন।

২১ থেকেই ব্যাঙ্কে ১০০ দিনের টাকা

(প্রথম পাতার পর)

যাদের টাকা বকেয়া রয়েছে, তাদের জব কার্ড রয়েছে, নাকি বাতিল হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি শ্রমিকের নামের পাশে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর রয়েছে কি না দেখতে হবে। সেই অ্যাকাউন্ট অ্যাকটিভ না ডরমেন্ট তাও খতিয়ে দেখতে হবে। কোনও শ্রমিক ইতিমধ্যে মারা গেলে তাঁর নামের পাশে নোট রাখতে হবে। বিডিও যে লিস্ট তৈরি করবেন, সেই তালিকা এর পর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পাঠাতে হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওই তালিকা ভেরিফাই করবেন। কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বদল হয়ে থাকলে তাও লিপিবদ্ধ করতে হবে। এভাবে ১৮ তারিখের মধ্যে ওয়েজ পেমেন্ট লিস্ট চূড়ান্ত করতে হবে। ১৯ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্কওয়ারি পেমেন্ট অ্যাডভাইজ তৈরি করে ফেলতে হবে বিডিওদের। তার পর ২১ তারিখ টাকা রিলিজ করা হবে।

সব মিলিয়ে কমবেশি ২১ লক্ষ শ্রমিককে বকেয়া মেটাতে এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হয়েছে নবান্নে। জেলাশাসকদের নিয়ে ইতিমধ্যে একবার ওরিয়েন্টেশন মিটিং করেছেন পঞ্চায়েত সচিব। বুধবার জেলাশাসকরা সমস্ত বিডিও ও গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন মিটিং করবেন। ৮ তারিখ থেকে খসড়া মজুরি তালিকা তৈরি করে ফেলতে হবে বিডিওদের।

পটাসিয়াম, ভিটামিন বি-৬, ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ ছোলা হার্টের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এটি কোলেস্টেরল শুষে নেয় ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

শীতে বাড়ে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি

বিশেষজ্ঞদের মতে বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে শীতকালে হৃদরোগ এবং স্ট্রোক দুয়ের ঝুঁকিই বেড়ে যায় অনেকটা। দীর্ঘদিনের গবেষণাও এটাই বলছে। এর পিছনে রয়েছে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তাই শীতকালে শুধু বিয়েবাড়িতে পাতপেড়ে খেলেই চলবে না দরকার জরুরি সচেতনতা এবং অতিরিক্ত সতর্কতা। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

শীতকাল মানেই বিয়েবাড়ি—পেটপুজো, আনন্দ, উৎসব। শীতে নাকি খাবার হজম হয় ভাল। যতখুশি খাও চিন্তা নেই। কিন্তু জানেন কি শীতকালেই রয়েছে বড় বিপদের ঝুঁকি। ঠান্ডার কারণে এই ঋতুতে বহু অসুখবিসুখের বাড়বাড়ন্ত হয়। বেড়ে যায় বেশকিছু বিপজ্জনক রোগের ঝুঁকিও। এর পিছনে রয়েছে গুরুতর কিছু কারণ। তাই এই সময় প্রয়োজন জীবনযাত্রার বদলের, সতর্কতার এবং সচেতনতার।

তথ্য অনুযায়ী শীতকালে হার্ট অ্যাটাকের রোগীর সংখ্যা বছরের অন্যান্য সময় যা থাকে তার চেয়ে ৩০% থেকে ৫০% বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে শীতের প্রভাবে রক্তচাপের পরিমাণ ১২ থেকে ১৮ মিলিমিটার বেড়ে যেতে পারে। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণা অনুযায়ী শীতকালে তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি কমলে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির হার বেড়ে যায় শতকরা ৬ ভাগ।

ইস্কেমিক স্ট্রোকে হাসপাতালে ভর্তি ১ লাখ ৭২ হাজার রোগীকে নিয়ে একটা গবেষণা করা হয় তাতে দেখা গেছে শীতের দিনে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। জামানিতে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, তাপমাত্রা ২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমলে স্ট্রোকের ঝুঁকি ১১ শতাংশ বাড়ে। আর যাঁদের স্ট্রোকের সঙ্গে অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তাঁদের এ-হার আরও বেশি। ইউরোপিয়ান জার্নাল অব এপিডেমিওলজিতে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে তাপমাত্রা কমার কারণে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার হার বেশি, বিশেষ করে ৬৫ বছরের বেশি বয়সিদের।

কেন শীতে বাড়ে ঝুঁকি

■ শীতের প্রভাবে রক্তনালিগুলি সংকুচিত হয় ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। আর এই উচ্চরক্তচাপ স্ট্রোকের অন্যতম কারণ। তাপমাত্রা কমার কারণে শরীরে এড্রেনালিন নিঃসরণ হয়। এটি রক্তনালিকে সঙ্কুচিত করে। এতে রক্তচাপ বেড়ে যায়। অতিরিক্ত রক্তচাপের কারণে রক্তনালি ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

■ শীতের কারণে রক্তের উপাদানেও অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। রক্ত জমাট বাঁধার জন্য দায়ী যেগুলো অর্থাৎ প্লেটলেট বা অণুচক্রিকা, লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকা, কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ফলে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতাও বেড়ে যায় প্রায় শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত। কাজেই খুব স্বাভাবিক কারণেই হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের প্রবণতা অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়।

■ গবেষণায় দেখা গেছে খুব বেশি শীতের প্রকোপে ইরেগুলার হার্টবিট বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন শুরু হতে পারে। এর ফলে যে কোনও বিপদ ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

■ শ্বাস-প্রশ্বাসের সংক্রমণ যেমন ফ্লু হলে এই সংক্রমণগুলি একাধিক অঙ্গে প্রদাহ এবং রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে ফলে ট্রিগার করতেই পারে।

■ শীতকালে মানসিক অবসাদ বাড়ে। স্ট্রেসের মাত্রা বাড়ে। মনের ওপর চাপ থেকেও হতে পারে স্ট্রোক।

কী করে বুঝবেন বিপদ

■ দু'ধরনের স্ট্রোক (প্যারালাইসিস) হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ভিতর রক্তনালিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, একে প্যারালাইসিস অ্যাটাক বলে।

■ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মস্তিষ্কের রক্তনালি ফেটে যায়, যাকে ব্রেন হেমারেজ বলে। দুটোই শীতের সময় হতে পারে।

■ তবে হৃদরোগ এবং স্ট্রোক দুটো ক্ষেত্রে উপসর্গ আলাদা। এগুলো হলে ব্যক্তি আগে থেকে বুঝতে পারেন তাই তখনই দ্রুত ব্যবস্থা নিন। হৃদরোগে বুকে মারাত্মক ব্যথা বা চাপধরা ভাব অনুভূত হয়। হঠাৎ করেই বমি হয়, খুব ঘাম হতে পারে।

■ অন্যদিকে স্ট্রোক হলে মাথা ভারী হয়ে যায়, প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়, মুখ এক দিকে বেঁকে যেতে পারে, কথা জড়িয়ে যেতে পারে। অনেক সময় চোখে দেখার সমস্যা, শরীরের ব্যালান্স ঠিক রাখতে না পারার সমস্যা হয়, দুর্বল লাগে, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

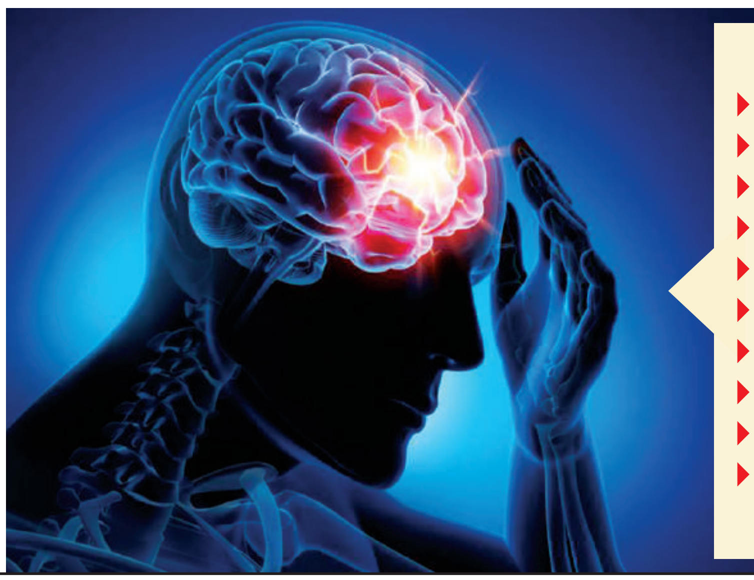

- স্ট্রোক হলে মাথা ভারী হয়ে যায়
- প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়
- মুখ একদিকে বেঁকে যেতে পারে
- কথা জড়িয়ে যেতে পারে
- শরীরের ব্যালান্স ঠিক থাকে না
- হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে
- রক্তনালিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়
- হৃদরোগে বুকে মারাত্মক ব্যথা হয়
- হঠাৎ করেই বমি হয়
- হৃদরোগে খুব ঘাম হতে পারে

সতর্ক হন

■ নিয়ন্ত্রণে রাখুন উচ্চরক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস। ছ-মাস অন্তর ডায়াবেটিস এবং সপ্তাহান্তে একবার প্রেশার মেপে নিন। অনিয়ন্ত্রিত মনে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এতে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমবে।

■ অনেকেই সারা বছর ভোর ৫টায় উঠে স্নান করতে যান। এতে স্ট্রোক ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশেষত শীতের দিনে, সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসার পরে, হালকা গরম জলে স্নান করা উচিত। ঠান্ডা জলে স্নান করলে পরিণতি খারাপ হতে পারে। অনেক সময়ই দেখা যায় ভোরে স্নান করতে গিয়ে স্নানঘরেই স্ট্রোকের শিকার হয়েছেন অনেকে।

■ ধূমপান ও মদ্যপানে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। ধূমপান করলে স্ট্রোকের ঝুঁকি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। শীতকালে ধূমপান একেবারেই বন্ধ করুন।

■ হার্টবিট কি অনিয়ন্ত্রিত? হার্টজনিত সমস্যা আছে? ভাল্বের সমস্যা রয়েছে ইত্যাদি কারণে রক্তজমাট বেঁধে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এই সমস্যা থাকলে চিকিৎসা করান।

■ পুষ্টিকর খাবার খান। পরিমাণমতো শাকসবজি রাখুন ভাতপাতে। ফাইবার জাতীয় খাবার যেন থাকে। সঙ্গে লিন মিট যেমন চিকেন খান। একটা গোটা ফল নিয়মিত। যে কোনও ধরনের রেড মিট যেমন মাটন, বিফ, পর্ক জাতীয় মাংস বাদ দিন বা খুব কম খান। যে কোনও চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করুন। এগুলোয় অনেক বেশি পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে যেটা ধমনীতে চর্বির আস্তরণ ফেলে।

■ নুন রক্তচাপ বাড়ায়। শীতে যেহেতু রিস্ক বেশি তাই শীতকালে নুন খাবেন না। শীতকালে বাইরের খাবার মন ভরে—পেট ভরে নয়। শীতে যতটা সম্ভব জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলুন। এতে হৃদরোগ এবং স্ট্রোক— দুয়েরই ঝুঁকি বাড়ে।

■ অতিরিক্ত ওজন থাকলে কমান। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। গবেষণায় দেখা গেছে যাঁরা প্রতিদিন ৩০ মিনিট ব্যায়াম করেন তাঁদের ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। রক্তচাপ, রক্তে কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস-এর মতো সমস্যা কমে। হাঁটা ভাল ব্যায়াম। হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

■ মানসিক চাপ কমান। মেডিটেশন করুন নিয়মিত। সমীক্ষা বলছে মেডিটেশনে দেহের সাতটা চক্র ব্যালান্স হয়। এত মানসিক চাপ, স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি— সবই কমবে।

■ রক্তে কোলেস্টেরল কমিয়ে ফেলুন। চল্লিশের পর পরীক্ষা করান ৬ মাস অন্তর। কোলেস্টেরল ধরা পড়লে যদি চিকিৎসক ওষুধের কথা বলেন তবে অবশ্যই তা খেতে হবে। এতে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকবে যেটা খুব জরুরি। কারণ কোলেস্টেরল মানে রক্তনালিতে চর্বি জমে রক্তনালির পথ সরু হতে শুরু করে একটা সময় ব্লক হয়ে যায়।

মাঠে ময়দানে

7 February, 2024 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খুদে ফ্যান রাজঋষিকে মোহনবাগানের সব হোম ম্যাচের টিকিট উপহার দেবে ক্লাব

জলপাইগুড়িতে ইস্টবেঙ্গল সরণি

উদ্বোধনে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

■ **প্রতিবেদন** : মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে মহাসমারোহে উদ্বোধন হল ইস্টবেঙ্গলের নামাঙ্কিত সরণির। ঐতিহাসিক এই মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, বিধায়ক প্রদীপ বার্মা, চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল এবং ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের কর্মসমিতির সদস্য দেবব্রত সরকার সহ শীর্ষ কর্তারা। ক্লাব কর্তাদের পাশাপাশি জলপাইগুড়িতে লাল-হলুদের প্রাক্তন অধিনায়ক আলভিটো ডি'কুনহা, রহিম নবি এবং অনূর্ধ্ব-১৭ দলের ফুটবলাররাও হাজির হয়েছিলেন। এদিন জলপাইগুড়ি শহর সেজে উঠেছিল লাল-হলুদ পতাকায়। ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে আট থেকে আশি জড়ো হয়েছিলেন বিশেষ শোভাযাত্রায়। এর আগে শিলিগুড়িতেও হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের নামে রাস্তা।

ফিরছেন মায়াঙ্ক

■ **চেন্নাই** : রঞ্জিতে কর্ণাটককে নেতৃত্ব দিতে ফের মাঠে নামবেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। শুক্রবার তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে চেন্নাই ম্যাচে খেলবেন ভারতীয় দলের এই ওপেনার। সম্প্রতি ত্রিপুরা থেকে দিল্লি যাওয়ার বিমানে পানীয় খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মায়াঙ্ক। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় আইসিইউতে ভর্তি করাতে হয় তাঁকে। পানীয়তে বিষক্রিয়ার জন্যই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রেলওয়ের বিরুদ্ধে কর্ণাটকের শেষ ম্যাচে খেলতে পারেননি মায়াঙ্ক। চার ম্যাচে দুটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফ সেঞ্চুরি নিয়ে তাঁর সংগ্রহে রয়েছে ৩১০ রান।

ব্রাজিলের হার

■ **কারাকাস** : অলিম্পিকের বাছাই পর্বে প্যারাগুয়ের কাছে ০-১ গোলে হেরে গেল ব্রাজিল। ভেনেজুয়েলার কারাকাসে আয়োজিত ম্যাচে ২৯ মিনিটেই পেনাল্টি আদায় করে নিয়েছিল ব্রাজিল। কিন্তু সেই পেনাল্টি নষ্ট করেন ব্রাজিলীয় ফুটবলের নতুন তারকা হিসাবে চিহ্নিত এনড্রিক। উল্টে প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মিনিটে ফ্যাব্রিজিও পেরালতার গোলে এগিয়ে যায় প্যারাগুয়ে। বিরতির পর প্যারাগুয়েকে চাপে রেখেও ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকার বাছাই পর্বের অন্য একটি ম্যাচে আর্জেন্টিনা বনাম ভেনেজুয়েলার ম্যাচ ২-২ ড্র হয়েছে। চড়া মেজাজের ম্যাচে আর্জেন্টিনার দু'জন খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখেন।

কাটমানি খান কল্যাণ? ফেডারেশনের ঘরে আগুন

প্রতিবেদন: প্রফুল প্যাটেল-কুশল দাস জমানার শেষ দিকে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কিছু অনিয়ম প্রকাশ্যে এলেও সেই বিতর্ককে মাত্র ১৬ মাসের মেয়াদেই ছাপিয়ে গিয়েছে কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন। কাঠগড়ায় ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট। হোটেল, ফ্লাইট বুকিং থেকে বিদেশ ভ্রমণ, ব্যক্তিগত কাজে ফেডারেশনের ফান্ড ব্যবহার— কাটমানিখোর কল্যাণের বিরুদ্ধে পদের অপব্যবহার নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ। সম্প্রতি ফেডারেশনের কর্মসমিতির কয়েকজন সদস্যও কল্যাণের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে নানা অভিযোগ করেছেন। সাজি প্রভাকরণকে সচিব পদ থেকে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দেওয়া নিয়েও কল্যাণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

ডামাডোলের মধ্যেই ফের ঘরে আগুন। অভিযোগ সেই কল্যাণের বিরুদ্ধেই। ফেডারেশনের লিগাল হেড নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য প্রেসিডেন্টের অফিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে জানিয়েছেন, তাঁকে মানসিক হেনস্থা করে পরিস্থিতির বলি করা হচ্ছে। নানা অনিয়ম হচ্ছে। অথচ কোনও ব্যাপারেই তাঁর কাছ থেকে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে না। এমনকি তাঁর রিটেনারশিপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আই লিগের টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের সঙ্গে চুক্তিতে অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এআইএফএফ-এর নোডাল লিগাল অফিসার।

কী অভিযোগ করেছেন নীলাঞ্জন? ফেডারেশন প্রেসিডেন্টকে পাঠানো মেলে তিনি লিখেছেন, ''এটা আমার কাছে খুব অপমানজনক যে, আপনার অফিস জানিয়েছে, চুক্তিমতো আমার মাসিক রিটেনারশিপ দেবে না। সর্বোপরি, আমার কাছে ফেডারেশনের নতুন কোনও চুক্তি শেয়ার করা অথবা আইনি পরামর্শও নেওয়া হবে না।

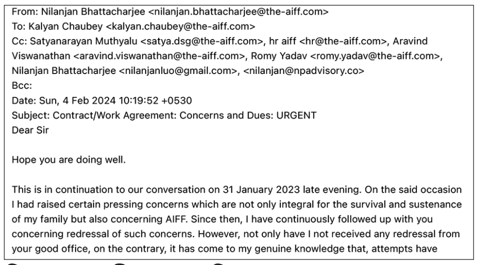

From: Nilanjan Bhattacharjee <nilanjan.bhattacharjee@the-aiff.com>
To: Kalyan Chaubey <kalyan.chaubey@the-aiff.com>
Cc: Satyanarayan Muthyalu <satya.dsg@the-aiff.com>, hr aiff <hr@the-aiff.com>, Aravind Viswanathan <aravind.viswanathan@the-aiff.com>, Romy Yadav <romy.yadav@the-aiff.com>, Nilanjan Bhattacharjee <nilanjanluo@gmail.com>, <nilanjan@npadvisory.co>
Bcc:
Date: Sun, 4 Feb 2024 10:19:52 +0530
Subject: Contract/Work Agreement: Concerns and Dues: URGENT
Dear Sir

Hope you are doing well.

This is in continuation to our conversation on 31 January 2023 late evening. On the said occasion I had raised certain pressing concerns which are not only integral for the survival and sustenance of my family but also concerning AIFF. Since then, I have continuously followed up with you concerning redressal of such concerns. However, not only have I not received any redressal from your good office, on the contrary, it has come to my genuine knowledge that, attempts have

লিগাল হেড নীলাঞ্জনের বিস্ফোরক মেল।

আমাকে চাকরি ছাড়তেও বলা হয়েছে।''

চিঠিতে লিগাল হেডের আরও অভিযোগ, ''আমাকে সম্মতি দিতে বাধ্য করার জন্য আমার পরিবার নিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণও করা হয়, যা প্রচণ্ড কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়েছে। আমার বকেয়া মেটানোর জন্য অনুরোধ করছি। বকেয়া বেতন ছাড়াও এখনও পর্যন্ত আমার টিকিটের খরচ, হোটেল এবং বিদ্যুৎ বিলের টাকা মেটানো হয়নি। আমার ন্যায্য পাওনা যতক্ষণ না মেটানো হচ্ছে, পরিবারের কাছে এই কষ্ট কাটিয়ে ওঠা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে।'' নীলাঞ্জনের অভিযোগ, ২০২২ সালের অক্টোবরে নতুন কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর মাসিক ৩.৫ লক্ষ টাকা বেতনে তাঁকে নিয়োগ করে এআইএফএফ। কিন্তু আট মাস পরই তাঁর বেতন কমিয়ে ১.৪-১.৭ লক্ষ টাকা করা হয়।

ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, ''আমরা এই বিষয়ে অনেক মেল পেয়েছি। এটা প্রেসিডেন্টের অফিসের বিষয় নয়, এইচআর ডিপার্টমেন্ট দেখবে। রিটেনারশিপ ফিরিয়ে নেওয়া বা চাকরি বাতিলের অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়টির মীমাংসা ওরাই করবে।''

সুপার কাপ পুরো মরশুম ধরেই

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ২০২৪-২৫ মরশুমের ফুটবল ক্যালেন্ডার প্রকাশ করল। এএফসি-র রোডম্যাপ মেনে আগামী মরশুমে আইএসএল ও সুপার কাপ একই সময়ে চলবে। পাশাপাশি চলবে আই লিগও। ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটি নতুন ফুটবল ক্যালেন্ডার অনুমোদন করেছে।

ফেডারেশনের এক আধিকারিক সংবাদসংস্থাকে বলেছেন, ''আগামী মরশুম থেকে ইংল্যান্ডের এফএ কাপের ধাঁচে সুপার কাপ আয়োজন করতে চাই আমরা। আইএসএল, আই লিগ ম্যাচের ফাঁকে ফাঁকেই দেওয়া হবে সুপার কাপের ম্যাচ। সেই কারণে এক মাসের বদলে সাত মাস ধরেই প্রতিযোগিতা চলবে। এফএসডিএল প্রাথমিক সম্মতি জানিয়েছে নতুন ক্যালেন্ডারে।''

২০২৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ১৫ মে পর্যন্ত সময় সুপার কাপের জন্য ফাঁকা রাখতে চাইছে এআইএফএফ। ডুরান্ড কাপ দিয়েই যথারীতি নতুন মরশুম শুরু হবে। ২৬ জুলাই থেকে ৩১ অগাস্ট ডুরান্ড কাপের জন্য সময় ধার্য করা হয়েছে। আইএসএলের সময়সীমা ধরা হয়েছে চলতি বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ এপ্রিল, ২০২৫। আই লিগ শুরু হতে পার ১৯ অক্টোবর। লিগের মেয়াদ ২০২৫-এর ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। ফেডারেশনের বয়স ভিত্তিক যুব লিগ শুরু হবে সেপ্টেম্বরে। আইডব্লুএল, আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের খেলাগুলি হবে আগামী বছরের জানুয়ারিতে।

কেরলে মনোজরা

প্রতিবেদন : শুক্রবার কেরলের সামনে কঠিন লড়াইয়ে নামছে বাংলা। মঙ্গলবার রাতে তিরুবনন্তপুরমের টিম হোটেলে পৌঁছে যান মনোজ তিওয়ারিরা। শাহবাজ আহমেদ, আকাশ দীপ এবং অভিমন্যু ঈশ্বরণরাও দলের সঙ্গে কেরলে পৌঁছন। আজ বুধবার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মাঠে প্র্যাকটিস সারবেন তাঁরা।

তবে বঙ্গ ব্রিগেড জানে তাদের সামনের লড়াই কেন এত কঠিন! কলকাতায় আগের ম্যাচে মুম্বইয়ের কাছে ইনিংস ও চার রানে হার রঞ্জিতে বাংলার নক আউটে পৌঁছনোর স্বপ্নকে খাদের কিনারায় ফেলে দিয়েছে। পাঁচ ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট এখন ১২। লক্ষ্মীরতন শুক্লার দলের হাতে আর দুটি ম্যাচ। কেরল ও বিহার। তকতীতভাবে শেষ দুই ম্যাচে বোনাস সহ সাত পয়েন্ট বাংলা পাবে ধরে নিলেও নক আউট কঠিন। কারণ ইতিমধ্যেই সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে এলিট গ্রুপ বি'তে শীর্ষে আছে মুম্বই (২৭ পয়েন্ট)। দ্বিতীয় স্থানে অন্ধ্রপ্রদেশ (২২)। আর বাংলা রয়েছে পাঁচে। সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ী বলেন, "আমরা পয়েন্ট নিয়ে ভাবছি না। পূর্ণশক্তির দল নামিয়ে শুধু ভাল ক্রিকেটটা খেলতে চাইছি।"

ফের সেঞ্চুরি কেনের

ওয়েলিংটন, ৬ ফেব্রুয়ারি : প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন। টেস্টের দ্বিতীয় দিনে সেই রেকর্ড কিছুটা ম্লান হয়ে যায় তরুণ সতীর্থ রাচিন রবীন্দ্রের দাপুটে ডাবল সেঞ্চুরির কাছে। তবে তৃতীয় দিন দ্বিতীয় ইনিংসে ফের সেঞ্চুরি হাঁকালেন কেন উইলিয়ামসন। যা টেস্টে তাঁর ৩১তম সেঞ্চুরি। শুধু তাই নয়, ছুঁয়ে ফেললেন ডন ব্র্যাডম্যানের ঘরের মাঠে ১৮টি টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ডও।

চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে উইলিয়ামসনকে। কিন্তু বাইজ গজে ফিরে চেনা মেজাজেই দেখা যাচ্ছে তাঁকে। উইলিয়ামসনের ১৩২ বলে ১০৯ রানের সুবাদে দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের রান ৪ উইকেটে ১৭৯। লিড বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২৮ রান। এর আগে মঙ্গলবার ৪ উইকেটে ৮০ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। যদিও মাত্র ১৬২ রানেই প্রোটিয়াদের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে দেন কিউয়ি বোলাররা।

মাঠে নামলেন ভিক্টর চিন্তা মোহনবাগানে

প্রতিবেদন: শহরে এসে সময় নষ্ট করেননি। কলকাতায় পা দেওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুশীলনে নেমে পড়েন ইস্টবেঙ্গলের নতুন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ভিক্টর ভাসকুয়েজ। লাল-হলুদের মূল দলের অনুশীলন ছিল না মঙ্গলবার। দু'দিন ছুটির পর বুধবার থেকে নর্থইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত অপেক্ষা করতে চাননি। লিওনেল মেসির প্রাক্তন সতীর্থকে নিয়ে মঙ্গলবার সকালেই মাঠে নেমে পড়েন। সহকারী কোচ বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে ক্লাবের রিজার্ভ দলের অনুশীলন ছিল। জুনিয়র দলের ফুটবলারদের সঙ্গেই প্র্যাকটিস করেন ভিক্টর।

কুয়াদ্রাত প্রথম দিন দেখে নেন, ভিক্টরের ফিজিক্যাল কন্ডিশন। রিজার্ভ দলের ফুটবলারদের সঙ্গে পাসিং, সেট পিস মুভমেন্টেও অংশ নেন স্প্যানিশ মিডিও। ভিক্টরের কন্ডিশন দেখে সন্তুষ্ট কুয়াদ্রাত। শনিবার নর্থইস্টের বিরুদ্ধে নতুন স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের খেলার সম্ভাবনা প্রবল। তবে আগামী তিন দিন ভিক্টরকে মূল দলের সঙ্গে প্র্যাকটিসে পরখ করে নিতে চান ইস্টবেঙ্গল কোচ।

ইস্টবেঙ্গলে স্বস্তির মধ্যেই মোহনবাগানে অস্বস্তি চোট আঘাত নিয়ে। ডার্বিতে চোট পাওয়া দুই ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি ও ব্রেন্ডন হ্যামিলকে বেশ

প্রস্তুতি শুরু ভিক্টরের।

কয়েকটি ম্যাচে হয়তো পাওয়া যাবে না। সূত্রের খবর, অন্তত দু'সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে দুই ডিফেন্ডারকে। শনিবার গুয়াহাটিতে ইস্টবেঙ্গল-নর্থইস্ট ম্যাচের দিনই মোহনবাগান যুবভারতীতে খেলবে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে। মোহনবাগান কোচ অ্যান্তোনিও হাবাস অনুশীলনে রক্ষণের ভুলত্রুটি শোধরাতে ব্যস্ত। স্বস্তির খবর, আশিস রাই ফিট হওয়ার পথে। কিন্তু আনোয়ার, হ্যামিলের চোট চিন্তায় রাখছে সবুজ-মেরুন শিবিরকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যশস্বী ও গিল দুর্দান্ত, তবে বাকি ভারতীয় ব্যাটারদেরও রান পেতে হবে : জাহির খান

মাঠে ময়দানে

রাফা-জোকার

■ **রিয়াধ :** একজন চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। আরেক জন মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে হেরে ছিটকে যান। সেই রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জকোভিচকে এবার সৌদি আরবের কিংস স্ল্যাম টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা যাবে। রিয়াধে চলতি বছরের অক্টোবরে হবে এই প্রদর্শনী টেনিস টুর্নামেন্ট। আর টুর্নামেন্টের প্রধান আকর্ষণ জকোভিচ ও নাদাল। দুই টেনিস তারকা মিলিতভাবে ৪৬টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতেছেন। রাফা ও জোকার ছাড়াও এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন গতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারেজ, সদ্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী জানিক সিনার, দানিল মেদভেদেভ, হোলগার রুনেরা।

ধর্ষণে অভিযুক্ত

■ **নয়াদিল্লি :** বিপাকে ভারতীয় হকি দলের সদস্য বরুণ কুমার। তাঁর বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী হকি দলের স্ট্যান্ড বাই ছিলেন বরুণ। এবার তাঁর বিরুদ্ধেই উঠল এই গুরুতর অভিযোগ। পুলিশের দাবি তিনি পলাতক। বরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগকারিণীর বয়স এখন ২২। বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ওই তরুণীর দাবি, ২০১৯ সালে তাঁর বয়স যখন ১৭, তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় বরুণের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। বেঙ্গালুরুর সাই স্টেডিয়ামে জাতীয় দলের শিবিরে এলেই বরুণ তাঁর সঙ্গে সহবাস করতেন বলে তরুণী পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

রোহিতের বদলে কেন নেতা হার্দিক

সাফাই বাউচারের পাল্টা রীতিকার

বাউচার। ডানদিকে সস্ত্রীক রোহিত। — ফাইল চিত্র

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : আইপিএলে এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে নেতৃত্ব দেবেন হার্দিক পান্ডিয়া। আর দলকে পাঁচবার আইপিএল জেতানো অধিনায়ক রোহিত শর্মা খেলবেন ব্যাটার হিসাবে। যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। আর এই বিতর্ক নিয়ে শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের হেড কোচ মার্ক বাউচার।

'ব্যাটার উইথ দ্য বয়েজ' পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাউচার বলেন, ''এটা পুরোপুরি ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত। আমরা হার্দিককে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী, এটা পালাবদলের সময়। কিন্তু ভারতে এটা সবাই বোঝে না। এখানে যুক্তির থেকেও আবেগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। গত কয়েকটা আইপিএল মরশুমে ব্যাট হাতে রোহিত সেরা ফর্মে ছিল না। যদিও দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিয়েছিল। ওকে আমরা স্রেফ একজন ব্যাটার হিসাবে খেলাতে চাই। তাই রোহিত নেতৃত্বের বোঝা ছাড়াই নিজের ব্যাটিং উপভোগ করুক।''

বাউচার আরও বলেছেন, ''আইপিএলে শুধু ক্রিকেট নয়, আরও অনেক কিছু থাকে। ওখানে ফোটোশুট হয়। আরও অনেক কিছু হয় যার সঙ্গে ক্রিকেটের কোনও সম্পর্ক নেই। ওগুলো বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার হয়। সেখানে অধিনায়ককে থাকতে হয়।'' তাঁর সংযোজন, ''রোহিত অনেক দিন মুম্বইকে নেতৃত্ব দিয়েছে। সাফল্যও পেয়েছে। আশা করব নেতৃত্বের চাপ না থাকায় এবারের আইপিএলে রোহিতকে ব্যাট হাতে সেরা ছন্দে পাব।'' বাউচারের এই সাফাইয়ে একেবারেই খুশি নন রোহিতের স্ত্রী রীতিকা সচদেব। বাউচারের দেওয়া সাক্ষাৎকারের কমেন্ট সেকশনে রীতিকা লিখেছেন, ''কত কিছু ভুল রয়েছে এখানে।'' রোহিতের স্ত্রী যে মুম্বই কোচের বক্তব্যের সঙ্গে একেবারেই একমত নন, সেটা তাঁর এই কমেন্টেই স্পষ্ট!

শচীন-উদয় জুটিতে ফাইনালে ভারত

উদয়কে শুভেচ্ছা শচীনের।

বেনোনি, ৬ ফেব্রুয়ারি : টানটান উত্তেজনার মধ্যে আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২ উইকেটে হারিয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত। মঙ্গলবার বেনোনিতে আয়োজিত সেমিফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৪৪ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ৪৮.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২৪৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

ভারতের জয়েক নায়ক শচীন ধাস ও অধিনায়ক উদয় সাহারন। ৯৫ বলে ৯৬ রান করেন শচীন। অন্যদিকে, উদয় ১২৪ বলে ৮১ রান করেন। রান তাড়া করতে নেমে ভারতের শুরুটা একেবারেই ভাল হয়নি। ইনিংসের প্রথম বলেই আউট আদর্শ সিং (০)। টুর্নামেন্টে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকানো মুশির খানও মাত্র চার করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। এরপর আর্শিন কুলকার্নি ১২ রান ও প্রিয়াংশু মৌলা ৫ রান করে আউট হলে, মাত্র ৩২ রানেই ৪ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। ওই পরিস্থিতি থেকে পাল্টা লড়াই শুরু করেন শচীন ও উদয়। পঞ্চম উইকেটে ১৮৭ বলে ১৭১ রান যোগ করেন দু'জনে। এর আগে ব্যাট করে লুয়ান ড্রে প্রিটোরিয়াস ও রিচার্ড সেলেটসওয়ানের জোড়া হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে স্কোরবোর্ডে আড়াইশোর কাছাকাছি রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রিটোরিয়াস ১০২ বলে ৭৬ রান করেন।

ফোডেনের হ্যাটট্রিকে ৩ পয়েন্ট ম্যান সিটির

গোল করছেন ফোডেন।

লন্ডন, ৬ ফেব্রুয়ারি : ব্রেন্টফোর্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগ জমিয়ে দিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। অথচ বিপক্ষের মাঠে ২১ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। কিন্তু একাই তিন গোল করে ম্যান সিটিকে গুরুত্বপূর্ণ জয় উপহার দেন ফিল ফোডেন। এই জয়ের সুবাদে ২২ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল ম্যান সিটি। এক ম্যাচ বেশি খেলে সমান পয়েন্ট পেলেও, গোল পার্থক্যে পিছিয়ে তিনে আর্সেনাল। ২৩ ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে লিভারপুল।

ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডকে এগিয়ে দিয়েছিলেন নিল মাউপে। তবে প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে সেই গোল শোধ করে দেন ফোডেন। ৫৩ মিনিটে কেভিন ডি'ব্রুইনের পাস থেকে ফের গোল করে দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ফোডেন। ৭০ মিনিটে আর্লিং হালান্ডের পাস থেকে দলের তৃতীয় গোলটি করার পাশাপাশি ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিকও সম্পূর্ণ করেন ফোডেন। প্রিমিয়ার এই নিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে খেতাবি দৌড়ে দারুণভাবে ফিরে এল ম্যান সিটি।

গত মরশুমটা ভাল কাটেনি। তবে এবার দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন ফোডেন। ক্লাবের জার্সিতে ২২ ম্যাচে করেছেন ৮টি গোল। সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন আরও ৬টি। কোচ গুয়ার্দিওলাও বলছেন, ''আমার ধারণা, এটাই ফোডেনের সেরা মরশুম। ও যেভাবে গোল করছে ও গোল করাচ্ছে, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য।''

চোটের জন্য হংকংয়ে খেলতে পারিনি: মেসি

টোকিওতে মাঠে নামবেন

মঙ্গলবার টোকিওতে মিডিয়ার মুখোমুখি মেসি।

টোকিও, ৬ ফেব্রুয়ারি : হংকংয়ে আয়োজিত ফ্রেন্ডলি ম্যাচে তাঁর না খেলা না নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। যার জেরে মুখ খুলতে হল স্বয়ং লিওনেল মেসিকে। আর্জেন্টাইন তারকা সাফ জানালেন, চোটের জন্যই তিনি হংকংয়ে খেলতে পারেননি। তবে টোকিওতে খেলবেন।

ইন্টার মায়ামি বনাম হংকং একাদশ ম্যাচের সবথেকে বড় বিজ্ঞাপন ছিলেন মেসি। তাঁকে দেখার জন্য সেদিন স্টেডিয়াম ভরিয়ে দিয়েছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু পুরো সময় ডাগআউটেই বসে থাকেন মেসি। যা নিয়ে বেজায় চটেছেন হংকংয়ের জনতা। খেলা শেষ হওয়ার পর মেসিকে কটূক্তি করার পাশাপাশি টিকিটের দামও ফেরত চেয়ে সরব হয়েছিলেন তাঁরা। হংকংয়ের ক্রীড়ামন্ত্রী কেভিন ইয়েউং বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, মেসি অন্তত ৪৫ মিনিট খেলবে, এমনটাই চুক্তি হয়েছিল ইন্টার মায়ামি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

হংকং ছেড়ে দলের সঙ্গে মেসি পা রেখেছেন টোকিওতে। বুধবার জাপানি ক্লাব ভিসেল কোবের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি। মঙ্গলবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে মেসির সাফাই, ''হংকংয়ে খেলতে না পারাটা দুর্ভাগ্যজনক। সৌদি আরবে প্রথম ম্যাচ খেলার সময় পায়ের পেশিতে অস্বস্তি হচ্ছিল। তাই মাঠ থেকে উঠে যাই। ওখানে দ্বিতীয় ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে মিনিট দশেক খেলেছিলাম। হংকংয়ে পা রাখার পর থেকেই জনতার উন্মাদনা টের পেয়েছি। আমাদের প্র্যাকটিস দেখতেই হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। কিন্তু মাঠে নামার আগে পায়ের পেশিতে ফের অস্বস্তি হচ্ছিল। ওই পরিস্থিতিতে মাঠে নামলে চোট আরও বেড়ে যেত। তাই বাধ্য হয়েই ঝুঁকি নিইনি।''

মেসি আরও বলেছেন, ''একজন ফুটবলার হিসাবে আমি সব ম্যাচেই খেলতে চাই। হংকং ম্যাচেও মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। শেষ পর্যন্ত পারিনি, এতে আমিই দুঃখ পেয়েছি। তবে এখন আমি আগের থেকে ফিট। আশা করি, টোকিওতে বল পায়ে মাঠে নামব। তবে পুরোটাই নির্ভর করছে প্র্যাকটিসে কেমন বোধ করি, তার উপর।''

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

7 February, 2024 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

বাজবলের যুগে জো রুট ওর ধারাবাহিকতা ও স্বাভাবিক খেলাটা হারাচ্ছে, জানালেন অ্যালেস্টার কুক

টি-২০ সিরিজ

হারারে : চলতি বছরের জুলাইয়ে জিম্বাবোয়ে সফরে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। সেখানে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে ভারত। মঙ্গলবার এই খবর আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট বোর্ড। প্রসঙ্গত, টি-২০ বিশ্বকাপ শেষ হচ্ছে ২৯ জুন। আর ভারত-জিম্বাবোয়ে সিরিজের প্রথম ম্যাচ ৬ জুলাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ যথাক্রমে ৭ ও ১০ জুলাই। চতুর্থ ও পঞ্চম ম্যাচ হবে যথাক্রমে ১৩ ও ১৪ জুলাই। সিরিজের প্রতিটি ম্যাচের ভেন্যু হারারে স্পোর্টস ক্লাব। এই নিয়ে চতুর্থবার জিম্বাবোয়ের মাটিতে কোনও দ্বিপাক্ষিক টি-২০ সিরিজ খেলবে ভারত। এর আগের তিনটি সিরিজের আসর বসেছিল ২০১০, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে। অর্থাৎ দীর্ঘ আট বছর পর ফের জিম্বাবোয়ের মাটিতে কোনও টি-২০ সিরিজ খেলবে ভারত।

রেকর্ড জয়

ক্যানবেরা : তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৮ উইকেটে হারাল অস্ট্রেলিয়া। মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৪.১ ওভারে মাত্র ৮৬ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে মাত্র ৬.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৮৭ রান তুলে ২৫৯ বল হাতে রেখেই ম্যাচ জিতে নেন স্টিভ স্মিথরা। যা একদিনের ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার সবথেকে বেশি বল হাতে রেখে জয়ের নতুন রেকর্ড। এর আগে ২০০৪ সালে আমেরিকার বিরুদ্ধে ২৫৩ বল হাতে রেখে জিতেছিল তারা। এদিন ক্যারিবিয়ান ইনিংস কম রানে গুটিয়ে দিতে বড় ভূমিকা নেন অস্ট্রেলীয় পেসার জেভিয়ার বার্টলেট। তিনি ২১ রানে ৪ উইকেট নেন। এরপর দুই ওপেনার জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক (১৮ বলে ৪১) ও জস ইংলিসের (১৬ বলে অপরাজিত ৩৫) দাপটে জয় ছিনিয়ে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ফলে ৩-০ ব্যবধানে তিন ম্যাচে একদিনের সিরিজ জিতে নিলেন স্মিথরা। এদিকে, ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের দলে ফিরলেন প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক।

আক্রান্ত ক্রিকেটার

জোহানেসবার্গ : দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-২০ লিগ খেলতে গিয়ে ছিনতাইবাজদের কবলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাবিয়ান অ্যালেন। প্রকাশ্য দিনের আলোয় তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনতাই করে পালাল দুষ্কৃতীরা। এসএ টি-২০ লিগ পার্ল রয়্যালসের হয়ে খেলছেন অ্যালেন। ২৮ বছরের ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডারকে তাঁর হোটেলের সামনেই কয়েকজন দুষ্কৃতী বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করে। এরপর অ্যালেনের মোবাইল ফোন এবং আরও কিছু ব্যক্তিগত জিনিস কেড়ে নেয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আক্রান্ত অ্যালেনের কোনও শারীরিক ক্ষতি হয়নি। তবে তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। বোর্ড নিয়মিত অ্যালেনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। জাতীয় দলের প্রধান কোচ আন্দ্রে কুলিও অ্যালেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন।

বিরাটের অপেক্ষায় বোর্ড

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারি : কথা ছিল, মঙ্গলবারই সিরিজের বাকি তিন টেস্টের দল ঘোষণা করে দেওয়া হবে। যদিও শেষ পর্যন্ত তা পিছিয়ে গেল। কারণ বিরাট কোহলি!

ব্যক্তিগত কারণে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বিরাট। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজকোটে শুরু হবে তৃতীয় টেস্ট। বিরাটকে কি আদৌ রাজকোটের ২২ গজে দেখা যাবে? বিশাখাপত্তনম টেস্ট শেষ হতে না হতেই চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। সোমবার খেলা শেষ হওয়ার পর মাঠেই প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করতে দেখা গিয়েছিল রোহিত শর্মা ও রাহুল দ্রাবিড়কে। আলোচনার বিষয় যে পরের তিনটে টেস্টের দল, সেটা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

উরুর চোট সারিয়ে কে এল রাহুল অনেকটাই ফিট। রাজকোটে রাহুলের খেলার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বিরাট? এই

প্রসঙ্গে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে দ্রাবিড়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিন্তু সরাসরি কোনও উত্তর দেননি টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ। বরং বলেছিলেন, ''এই প্রশ্নটা আমাকে না করে নির্বাচকদের করা উচিত। ওঁরাই শেষ তিন টেস্টের দল গড়বেন। আশা করি, আগামী দু'-এক দিনের মধ্যেই আপনারা এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।'' দ্রাবিড় যতই এড়িয়ে যান, বিসিসিআই সূত্রের খবর, বিরাটের সবুজ সঙ্কেতের জন্যই অপেক্ষা করছেন নির্বাচকরা। আগারকররা চাইছেন, রাজকোট থেকেই বিরাট দলে ফিরুন। তবে শেষ কথা বলবেন বিরাটই।

এদিকে, জসপ্রীত বুমরাকে তৃতীয় টেস্টে বিশ্রাম দেওয়ারও কথা শোনা যাচ্ছে। তাঁর বদলে রাজকোটে ফিরবেন মহম্মদ সিরাজ। তবে বুমরা চলতি সিরিজে দুর্দান্ত ফর্মে। দু'টেস্টে তাঁর শিকার ১৫ উইকেট। টানা ম্যাচ খেলার ক্লান্তির কথা উঠলেও, ফর্মে থাকা বুমরাকে বসাতে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট আদৌ রাজি হবে কিনা, সেই প্রশ্নও থাকছে। তবে রবীন্দ্র জাদেজার তৃতীয় টেস্টে খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে।

টেস্ট দলে নেই, হতাশ হনুমা

হায়দরাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি : ভারতের হয়ে শেষ টেস্ট খেলেছেন ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। চোটের কারণে এরপর কয়েকটি সিরিজে তাঁর নাম বিবেচিত হয়নি। কিন্তু চোট সারিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফরম্যান্স করলেও হনুমা বিহারীর আর ডাক পড়েনি টেস্ট দলে। চলতি রঞ্জি ট্রফিতেও ভাল ফর্মে হনুমা। ৩০ বছরের ব্যাটারের

আক্ষেপ টেস্ট দলে না থাকার। হনুমা জানিয়েছেন, সাম্প্রতিককালে নির্বাচক বা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। সংক্ষিপ্ত টেস্ট কেরিয়ারে বিভিন্ন পজিশনে ব্যাট করেছেন হনুমা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে স্মরণীয় সিরিজ জয়ে অবদান রেখেছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যাটার। হনুমা বলছিলেন, ''আমি সত্যিই খুব হতাশ টেস্ট দলে থাকতে না পেরে। প্রত্যেকেরই জীবনে উত্থান-পতন থাকে। আমার এখন একটাই কাজ, রঞ্জি ট্রফিতে প্রচুর রান করে যাওয়া। চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে। তবে আমি কেরিয়ারের এমন একটা জায়গায়, আর কোনও প্রত্যাশা নেই। রাহুল দ্রাবিড় বলেছিলেন, আমাকে উন্নতি করতে হবে। এরপর আর কেউ কথা বলেননি আমার সঙ্গে।''

শক্তিশালী হয়ে ফিরবে ভারত, দাবি নাসেরের

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারি : হায়দরাবাদে হারের পর বিশাখাপত্তনমে দুরন্ত কামব্যাক টিম ইন্ডিয়ার। সিরিজ ১-১ থেকে বাকি তিন টেস্টে নতুন লড়াই। দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের আত্মবিশ্বাসই শুধু ভারতীয়দের সঙ্গে থাকছে না, বাকি সিরিজে বিরাট কোহলি, কেএল রাহুলকে পেয়ে যাবে ভারত। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেন সতর্ক করে দিয়েছেন বেন স্টোকসদের। জানিয়েছেন, ভারত আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে বাকি তিন টেস্টে। নাসেরের কথায়, ''সিরিজ দারুণ জায়গায় দাঁড়িয়ে। দুটো দল একটি করে টেস্ট জিতেছে। তিনটি টেস্ট ম্যাচ বাকি। আমার মনে হয় খুব কঠিন সিরিজ হতে যাচ্ছে। বিশাখাপত্তনমের পর নিশ্চয় ইংল্যান্ড বুঝতে পারছে, তাদের লড়াই আরও কঠিন হবে। কারণ, ভারত আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরবে।'' তিনি আরও বলেন, ''আমার মনে হয় শামি পুরো সিরিজেই নেই। জাদেজা হয়তো আরও একটা টেস্ট খেলতে পারবে না। বিরাট কোহলি এবং কেএল রাহুল ফিরবে। তাই শক্তিশালী ভারতীয় দল বাকি তিন টেস্টে খেলবে।''

রুট রান পাবেই: ম্যাকালাম

বিশাখাপত্তনম, ৬ ফেব্রুয়ারি : চলতি সিরিজে ব্যাট হাতে ফর্মে নেই জো রুট। চার ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ৫২ রান! গড় ১৩, সর্বোচ্চ ২৯। যা নিয়ে চিন্তিত ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইক

রান নেই রুটের ব্যাটে।

আথারটন। নিজের কলামে তিনি লিখেছেন, ''চার ইনিংসে মাত্র ২ রান! জো রুট নিজের সেরা ফর্মের ধারে কাছে নেই। তৃতীয় টেস্টের আগে অবশ্য ও হাতে বেশ কয়েকটা দিন পাচ্ছে। এর মধ্যেই ওকে ফর্মে ফিরতে হবে। বিশাখাপত্তনম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে যেভাবে রুট কুৎসিত শট খেলে আউট হয়েছে, সেটা চোখে দেখা যায় না।''

যদিও দলের এক নম্বরের ব্যাটারের খারাপ ফর্ম নিয়ে চাপে নেই ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ বলছেন, ''সিরিজ কি শেষ হয়ে গিয়েছে? এখনও তো তিনটে টেস্ট বাকি। ওর সামনে বড় রান করার সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি।'' ম্যাকালাম আরও যোগ করেছেন, ''রুট ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্যাটার। ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরাদের একজন। দীর্ঘদিন ধরে টেস্টে ঝুড়ি ঝুড়ি রান করেছে। একটা-দুটো টেস্টের ব্যর্থতা দিয়ে ওকে বিচার করাটা মুখামি হবে। আমি নিশ্চিত, রুট খুব দ্রুতই ফর্মে ফিরবে।''

আজ আবু ধাবি যাচ্ছেন স্টোকসরা

এদিকে, মঙ্গলবার গোটা দিনটাই হোটেলে বিশ্রাম নিয়েছেন বেন স্টোকসরা। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট হারলেও, ইংল্যান্ড শিবিরে আত্মবিশ্বাসের খামতি নেই। বুধবার গোটা দল উড়ে যাচ্ছে আবু ধাবি। সেখানে কয়েকটা দিন প্রস্তুতি নিয়ে রাজকোটে পা রাখবেন স্টোকসরা।

বুমরাদের শাসন, রহস্য ফাঁস শামির

লন্ডন, ৬ ফেব্রুয়ারি : চোটের কারণে মহম্মদ শামি দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে পারছেন না। কিন্তু শামি না থাকলেও ফাস্ট বোলিংয়ে বাংলার পেসারের সেরা সঙ্গী জসপ্রীত বুমরা বল হাতে আগুন ঝরাচ্ছেন পাটা উইকেটেও। ভারতীয় পেস বোলিংয়ের সোনালি যুগ শুরু হল কীভাবে? শামি দিয়েছেন ব্যাখ্যা। জানিয়েছেন, ২০১৩-১৪ মরশুম থেকেই ভারতীয় পেসারদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

লন্ডনে আপাতত চোটের চিকিৎসা করাচ্ছেন শামি। একটি সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের অনলাইন ইভেন্টে অংশ নিয়ে গত বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বলেছেন, ''ভারতীয় ক্রিকেটকে লোকে পছন্দ করত ব্যাটিংয়ের জন্য। তাই এখন বোলারদের

বল হাতে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন বুমরা।

বিশেষ করে পেসারদের জন্য গলা ফাটাচ্ছে। এর থেকে বেশি সুখ আর কীসে থাকতে পারে। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সময় থেকেই মানুষ ভারতীয় পেসারদের পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের যাত্রাপথের আসল ছবিটা দেখতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে কয়েকটা বছর। ২০১৩-১৪ মরশুম থেকেই পেসারদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।'' প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালের নভেম্বরেই টেস্ট অভিষেক হয় শামির।

ভারতীয় পেসারদের শাসন নিয়ে শামির ব্যাখ্যা, ''ভবিষ্যতের পেসারদের জন্য আমরা একটা মান ঠিক করে দিয়েছি। ইশান্ত শর্মা, ভুবনেশ্বর কুমার, উমেশ যাদবরা এটা শুরু করেছিল। এরপর এসেছে বুমরা। তারপর সিরাজ। এরা প্রত্যেকেই একটা মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। গত ৭-৮ বছরের রেকর্ড দেখলে বুঝতে পারা যাবে, ভারতীয় দল দেশে-বিদেশে যে কোনও টিমকে হারানোর ক্ষমতা রাখে। এটাই আমাদের মতো পেসারদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০২৪ সালে এটাই আমাদের আরও ভাল পারফরম্যান্স করার রসদ জোগাচ্ছে।''